Congratulations to Esther Duflo, Michael Kreme, Abhijit Banerjee, the trio who have won the 2019 Nobel prize for Economics.

Best complements from Sangbad Pratidin

প্রতিদিন
SANGBAD PRATIDIN

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক
১২ পাতা

শিখরে বাঙালি

অর্থনীতিতে সস্ত্রীক নোবেল কলকাতার অভিজিতের

অসলো ও কলকাতা : নয়ের দশক। মার্কিন অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমার ও তাঁর সহকর্মীরা গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখালেন পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতি ঠিক কতটা শক্তিশালী হতে পারে। তাঁরা কেনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভাল করতে একেবারে মাঠে নেমে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চালিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

ভারতীয় বাঙালি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী ফ্রান্সের এস্থার ডুফলো মিলে অন্য বিভিন্ন দেশে অন্যান্য বিষয়ের উপরেও এমনই কিছু পরীক্ষানির্ভর গবেষণা করে সফল হন। এসব গবেষণার অনেকগুলিই তাঁরা করেছেন ক্রেমারের সঙ্গে মিলে। তাঁদের পরীক্ষানির্ভর গবেষণা পদ্ধতি বর্তমানে উন্নয়ন অর্থনীতিতে পুরোপুরিভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল এই তিন গবেষকের। তাঁদের এই সম্মান আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণে পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতির সফল উপস্থাপনারই স্বীকৃতি।

অভিজিৎ-এস্থার-ক্রেমার পরিচালিত গবেষণা বিশ্বজুড়ে দারিদ্র দূরীকরণের লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তাঁদের পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাত্র দুই দশকে উন্নয়ন অর্থনীতি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এই উন্নয়ন অর্থনীতিই হয়ে গিয়েছে গবেষণার এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। বিশ্বের ৭০ কোটির বেশি মানুষ এখনও অত্যন্ত নিম্ন আয়ে জীবনধারণ করছে। আজও প্রতি বছর পঞ্চম জন্মদিন আসার আগেই মৃত্যু হয় আধ কোটি শিশুর। বেশিরভাগেরই মৃত্যু এমন রোগে, যার চিকিৎসা বা প্রতিরোধ সম্ভব ছিল চিকিৎসার খরচ আরও কিছুটা কম হলেই। এমন বিবিধ সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে তিন গবেষক তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহের নতুন এক ধরনের পদ্ধতি বের করেছেন। বিশ্বব্যাপী দারিদ্রের সঙ্গে লড়ার সবচেয়ে ভাল উপায় কী হতে পারে, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সফলও হয়েছেন বহুলাংশে। এ পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাপী দারিদ্রের মতো বড় ইস্যুটিকে ভাগ করা হয় ছোট ছোট করে গোছানো বিভিন্ন প্রশ্নে। যেমন, শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সবচেয়ে কার্যকর প্রক্রিয়া কী?

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, দারিদ্র দূরীকরণ নিয়ে গবেষণার জন্যেই পুরস্কার দেওয়া হল এই তিন গবেষককে। এস্থার অর্থনীতিতে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেল প্রাপক।

দশের পাতায়

এমআইটিতে নোবেল জয়ের পর সংবর্ধনা সভায় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। —এএফপি

এক নজরে অভিজিৎ

১৯৬১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম। বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল সাউথ পয়েন্ট। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি। বর্তমানে এমআইটি'র শিক্ষক।

ওঁরা যা বললেন

নোবেল পাওয়ার জন্য অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন। দারিদ্র দূরীকরণে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।
নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

আজ এক বিশেষ দিন। আরও এক বাঙালি গোটা দেশকে গর্বিত করলেন। অভিনন্দন তাঁর স্ত্রী এস্থারকেও।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল জয়ে খুবই খুশি ও আনন্দিত। সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
অমর্ত্য সেন
অর্থনীতিতে প্রথম বাঙালি নোবেলজয়ী

বে-লাগাম নিয়ন্ত্রণেই নোবেল

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সূত্রে যোগাযোগ ঘটেছিল আরেকজন অর্থনীতিবিদের হাত ধরেই। সেই অর্থনীতিবিদ— দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী অধ্যাপক। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। এবং দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন অভিজিতের বাবা। ওঁদের গোটা বাড়িই বলতে গেলে 'অর্থনীতির ঘর'। অভিজিতের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস'-এর অর্থনীতির অধ্যাপক। একটা সময় ওঁদের বাড়িতে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

অভিজিতের গবেষণা বা ভাবনা-চিন্তার মূল দিক ছিল তাত্ত্বিক অর্থনীতি, যাকে পরিচিত তরজমায় 'মাইক্রো ইকোনমিক্স' বলা হয়। এই নোবেলজয়ের আরেক শরিক এস্থার ডুফলো অভিজিৎ বিনায়কের ছাত্রী ছিলেন 'এমআইটি'-তে। এস্থার ডুফলো-র গবেষণার বিষয় তাত্ত্বিক হলেও, বরং তিনি প্রয়োগের দিকে আরও বেশি নত ছিলেন। এটাই সম্ভবত টার্নিং পয়েন্ট তাঁদের যৌথ গবেষণার।

কীরকম সেই ভাবনা যা প্রয়োগভিত্তিক, তা বোঝানোর জন্য কয়েকটি উদাহরণের আশ্রয় নিচ্ছি। ধরে নেওয়া যাক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটিতে কোনও অজানা বা অপরিচিত রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে বা কোনও নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির

পাঁচের পাতায়

অর্থনীতিতে সস্ত্রীক

একের পাতার পর

বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা হিসাবেও অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন তিনি। সোমবার রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর বিবৃতিতে বলা হয়, "তাঁদের গবেষণা গোটা বিশ্বকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন হাতিয়ারের সন্ধান দিয়েছে। মাত্র দুই দশকে তাঁদের গবেষণা পদ্ধতি উন্নয়ন অর্থনীতির রূপরেখা বদলে দিয়েছে। এখন অর্থনীতির গবেষণায় এটি অন্যতম পাথেয় মডেল।"

অভিজিতের নোবেল জয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, "আলফ্রেড নোবেলের স্মৃতিতে অর্থনীতিতে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন। দারিদ্র দূরীকরণে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটারে শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছেন, আরও এক বাঙালি গোটা দেশকে গর্বিত করলেন। আদ্যন্ত বাঙালি অভিজিৎ যে সাউথ পয়েন্ট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন, সে কথাও তাঁর টুইটে উল্লেখ করেন মমতা।

১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছিলেন অমর্ত্য সেন। দুর্ভিক্ষ, মানব উন্নয়ন তত্ত্ব, জনকল্যাণ অর্থনীতি ও গণদারিদ্রের অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিষয়ে গবেষণা এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসাবে। তার পরে ফের এই সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে ইতিহাস গড়লেন তাঁরই ছাত্র অভিজিৎ। উল্লেখ্য, অর্থনীতিতে গত বছর (২০১৮) নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ডি নরডাস ও পল এম রোমার। জলবায়ু পরিবর্তনকে দীর্ঘ মেয়াদে ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষ বিশ্লেষণের স্বীকৃতি হিসাবে নরডাসকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আর পল এম রোমারকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে দীর্ঘ মেয়াদে ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্লেষণের স্বীকৃতি হিসেবে।

১৯৬১ সালে জন্ম অভিজিৎ বিনায়কের। প্রাথমিক পড়াশোনা সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। সেই বছরই স্নাতকোত্তর পড়তে চলে যান জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ইনফরমেশন ইকোনোমিক্স।' তিনি রাষ্ট্রসংঘেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৫ পরবর্তী ডেভলপমেন্ট অ্যাজেন্ডা কর্মসূচিতে রাষ্ট্রপসংঘের সচিবের বিশিষ্ট প্রতিনিধি প্যানেলে ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে বিনায়কের লেখা চারটি বই বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। তার মধ্যে 'পুওর ইকোনোমি' বইটি গোল্ডম্যান স্যাকস বিজনেস বুক সম্মানে ভূষিত। অন্য নোবেল প্রাপক এসটারের জন্ম ১৯৭২ সালে প্যারিসে। অভিজিতের স্ত্রী এস্থারের গবেষণাও এমআইটি থেকে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, 'দারিদ্র দূরীকরণে সামাজিক নীতি নির্ধারণ'। দীর্ঘদিন সহযোদ্ধা হিসাবে কাজ করেছেন অভিজিৎ-এস্থার।

সহকারী গবেষক হিসেবেই এস্থারের সঙ্গে পরিচয় অভিজিতের। তারপরে ঘনিষ্ঠতা। সেখান থেকে বিয়ে। তাঁদের এক সন্তান। বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির এই সম্মানে দম্পতিদের নোবেল প্রাপ্তির তালিকা আরও একটু দীর্ঘ করেছে। এর আগে নোবেল পেয়েছেন পাঁচ দম্পতি। তাঁরা হলেন ২০১৫ সালে মে ব্রিট ও এডওয়ার্ড মোসার, তার আগে ১৯৮৫-তে আলভা মিরডাল ও ১৯৭৪-এ গুন্নার মিরডাল, ১৯৩৫ সালে ফ্রেডেরিক জলিওট ও ইরনে জলিয়ট কুরি, ১৯০৩ সালে মেরি ক্যুরি ও পিয়াররে ক্যুরি এবং ১৯৪৭ সালে একসঙ্গে একই গবেষণায় নোবেল পান কার্ল কোরি ও গার্টি কোরি।

আলফ্রেড নোবেল তাঁর উইলে পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার নিয়ে কিছু বলেননি। ১৯৬৮ সালে সুইডিশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেভেরিজেস রিক্সব্যাঙ্ক তাঁদের ৩০০ বছর পূর্তিতে নোবেল ফাউন্ডেশনকে একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ দান করে। এই টাকা দিয়ে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার।

বে-লাগাম নিয়ন্ত্রণেই নোবেল

একের পাতার পর

ক্ষেত্রে, বা কোনও নতুন ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে এবং তা কতখানি প্রয়োগযোগ্য জানার জন্য দু'টি গ্রুপ তৈরি করা হয়। একটি গ্রুপকে সেই নতুন পদ্ধতিটির মধ্যে রাখা হবে, অন্য গ্রুপটিকে সেই আওতায় রাখা হবে না, কিংবা অন্য কোনওভাবে তাদের শুশ্রূষা করা হবে। তারপর সেই দু'টি গ্রুপের থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে পদ্ধতিটির কার্যকারিতা বিচার হয়। এই পদ্ধতিটির কথা আমাদের সকলেরই কমসম জানা, মেডিক্যাল সায়েন্সে এই পদ্ধতির ব্যবহার বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিটির একটি নাম রয়েছে, যাকে বলা হয়— 'কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট' বা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। অর্থাৎ যে উপায়ে ভাগ করা হচ্ছে, তা পূর্ব নির্ধারিত। কীরকম ট্রিটমেন্ট হবে, তা পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। পদ্ধতিটি শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানে নয়, সাইকোলজি থেকে শুরু করে অর্থনীতির বিভিন্ন নীতি আয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। এবার অর্থনীতির কথায় এসে বলি, শুধু নীতি বা তত্ত্ব দিয়ে তো ফলাফল বোঝা যাবে না, তার প্রয়োগও চাই। আর প্রয়োগের এই অভিনবত্বেই অভিজিৎ বিনায়ক এবং এস্থারের সাফল্য। তাঁরা এই 'কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট'-এর ধারণাটিকে আরও জটিলাকার দিয়ে, বানালেন 'র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট', লক্ষ্যহীন বে-লাগাম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। আমার ধারণা, এই এই ভাবনাটিতে এস্থার ডুফলোর ভাবনাই বেশি, তবে ভূমিকা অভিজিৎ এবং এস্থার— দু'জনেরই সমান। 'র‍্যান্ডোমাইজড' বা 'বে-লাগাম' ব্যাপারটা কী, সেটা এবার জানা যাক। একটা অন্য উদাহরণ দিই।

ধরা যাক, কোনও ইশকুলে কিছু ছাত্রছাত্রীকে দু'টি গ্রুপে বেছে নেওয়া হল। উদ্দেশ্য: লেখাপড়া, পাঠ্যক্রমের গুণাগুণ এবং তাদের সেই পড়াশুনো কেমন লাগছে, তারা কতটাই বা সফল হচ্ছে, সেসবের সমীক্ষা। এবার, দু'টি গ্রুপের একটিকে যথাযথ বইপত্তর, সুবিধাসুযোগ দেওয়া হল। অন্য গ্রুপটিকে সেই সুযোগসুবিধা দেওয়া হল না। এতদূর অবধি ব্যাপারটা ছিল 'কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট' অর্থাৎ 'নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা'। অভিজিৎ আর এস্থার ঠিক করলেন যে, এই দুই গ্রুপ ভাগ করার মধ্যে যে যে প্রক্রিয়াকরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ হচ্ছে, তা পুরো বাদ দেওয়া হোক। এরকম নির্দিষ্ট কোনও বাঁধাগতে গ্রুপ ভাগ করা হবে না, কারণ, তাতে ফলাফলের যথার্থতা কমে যায়, পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। গ্রুপিং হবে নির্দিষ্টতাহীন, লক্ষ্যহীন, যদৃচ্ছ। অর্থাৎ 'র‍্যান্ডম'। সেখান থেকেই 'র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট' বা 'বে-লাগাম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা'। এর ফলে পক্ষপাতদুষ্টতা বা 'বায়াসনেস'-এর চিন্তাটি উৎপাটিত হয়ে গেল। পরীক্ষা হল আরও জটিল, কিন্তু আরও নিখুঁত হয়ে উঠল তার ফলাফল। এরকম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ওঁদের কাজ মূলত এই দিকেই বিন্যস্ত ছিল যে, সেসব পরীক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ কতখানি সম্ভব হচ্ছে। তার প্রভাব কীরূপ, তা স্পষ্ট করাই ছিল তাঁদের গবেষণার দিক। এই সমস্ত সমীক্ষাই তাঁরা করেছিলেন ভারতের প্রেক্ষাপটে। ওঁদের কাজে যে সংস্থাটি সাহায্য করেছে, তারা দিল্লির একটি বেসরকারি সংস্থা— 'প্রথম'। তাদের সহযোগিতাতেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ওঁরা এই 'র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্ট'-এর নিরীক্ষা চালান। এই অবদানের জন্য মূলত অভিজিৎ এবং এস্থার অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন। এছাড়াও নোবেল পেয়েছেন মাইকেল ক্র্যামার। তাঁর কাজও এরকমই খানিক, যদিও মূলত স্বাস্থ্যের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক বিষয়ক তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র এবং সমীক্ষা আফ্রিকাতে মূলত করা। তবে তাঁর কিছু ছাত্র ভারতে এসেও গবেষণা চালিয়েছে।

ঘটনাচক্রে অভিজিৎ এবং এস্থার— দম্পতি। কিন্তু খবরটি জানার পর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে সেটি এভাবে পেশ করা হচ্ছে যে, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর 'স্ত্রী' এস্থার ডুফলো নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন; যেন, অভিজিতের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে এস্থারের এই নোবেলপ্রাপ্তি। কিন্তু কোনওভাবেই তা নয়। দীপ্তিতে তিনি কোনওভাবেই কম নন, অবদানে দু'জনেই সমান। তাহলে কেন এভাবে বলা হবে! এই প্রাপ্তিতে কোনওভাবেই 'স্বামী-স্ত্রী' গন্ধ জুড়ে নেই এবং এই সম্পর্কের সঙ্গে অর্থনীতির কোনও লেনদেন নেই। তাই এই 'স্ত্রী' সম্বোধন করে এস্থার ডুফলোর ভূমিকা কিঞ্চিৎ কম করে দেখানো অন্যায্য।

তবে, যাই হোক, একজন বাঙালি আবার নোবেল পেল, এ বড়ই আনন্দের খবর। তিনজনকেই আমার হার্দিক অভিনন্দন।

—লেখক আইএসআই দিল্লি ও কলকাতার অর্থনীতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in | ২৭ আশ্বিন ১৪২৬ | ৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক | ১২ পাতা

আমেরিকা থেকে ‘সংবাদ প্রতিদিন’-কে বাঙালি নোবেলজয়ী

এত তাড়াতাড়ি নোবেল ভাবিনি

গৌতম ব্রহ্ম

নোবেলজয়ীর ফোনের লাইন পাওয়া লটারি পাওয়ার শামিল। বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শেষে হোয়াটসঅ্যাপেই অভিনন্দনবার্তা পাঠানো গেল। তিনি দেখলেন। কিন্তু উত্তর এল না। সময় চেয়ে ফের বার্তা। এবং ক্রমাগত চেষ্টার পর কথা বলা গেল। তখন বিকেল। ৫.২৩ মিনিট।

অভিনন্দন গ্রহণ করে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় পরেই জানিয়ে দিলেন, অন্য একটি ফোনে ব্যস্ত আছেন। একটু পরে ফোন করুন। বহু বার চেষ্টা করে ফের লাইন মিলল সন্ধ্যা ৬.১২ মিনিটে। শুরু হল বার্তালাপ।

সংবাদ প্রতিদিন: নোবেল জয়ের জন্য আরও একবার আপনাকে অভিনন্দন।

অভিজিৎ: ধন্যবাদ।

অমর্ত্য সেনের পর ফের বাঙালির ঝুলিতে নোবেল। কেমন লাগছে?

অভিজিৎ ও এস্থার। নোবেল জয়ের পর বোস্টনের বাড়িতে। —এএফপি

(একটু থেমে) কী উত্তর দিই বলুনতো। ভাল তো লাগবেই।

না, মানে এত তাড়াতাড়ি আপনার গবেষণা স্বীকৃতি পাবে ভেবেছিলেন?

ভেবেছিলাম, কোনও প্রবীণ অর্থনীতিবিদ পাবেন। পঁয়ষট্টি বা সত্তরের পরই তো সাধারণত পান। আটান্নয় পাব ভাবিনি। তবে স্বীকৃতি নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। বিশ্বাস করতাম, একদিন পাবই। তবে এত তাড়াতাড়ি পাব সত্যিই ভাবিনি।

দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়ে আপনার গবেষণা সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেল। আপনি তো দারিদ্র্যকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন?

হ্যাঁ। দারিদ্র্যকে শুধু ক্রয়ক্ষমতার আলোয় বেঁধে রাখার চেষ্টা করিনি। বরং বলতে চেয়েছি, দারিদ্র্য মানে কোনও একটা সমস্যা নয়। অনেকগুলো সমস্যার সমাহার।

পাঁচের পাতায়

এত তাড়াতাড়ি

একের পাতার পর

ভুল ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাও দারিদ্র্য। ‘ইনফরমেশন’ কম থাকাটাও দারিদ্র্য।

দারিদ্র্য বোঝাতে গিয়ে আপনি প্রায়শই গরিব চাষি ও কোলিয়ারি শ্রমিকের উদাহরণ টানেন!

(একটু হেসে)। হ্যাঁ, বোঝার সুবিধার জন্য উদাহরণটা বেশ ভাল। আসলে জীবনযাপনের ধরন আলাদা বলেই রোজগার এক হলেও কয়লা শ্রমিকের ‘রিয়েল ইনকাম’ চাষির তুলনায় অনেক কম। কারণ, তার পারিপার্শ্বিকতা। আসলে একটা মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাও তাঁর দারিদ্রের পরিমাপক। চাষিকে তাঁর খাবার কিনতে হয় না। খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি (পড়ুন মুদ্রাস্ফীতি) প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে প্রভাবিত করবে না। কিন্তু খনি শ্রমিককে করবে।

ভারতের আর্থিক মন্দা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কও তো সম্ভাব্য বৃদ্ধির হার ছেঁটেছে। আপনার কী মত?

ভারতের সিংহভাগ অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আমিও একমত। সরকারও বুঝতে পারছে, অর্থনীতির হাল ভাল নয়। গত ক’বছর আগে যা দেখেছি, এখন তার চেয়ে পরিস্থিতি বেশ খারাপ। এই সঙ্কট মোকাবিলায় ‘কেইনসিয়ান মডেল’ অনুসরণ করা উচিত। মানে ‘ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট মডেল।’ ‘পাবলিক স্পেন্ডিং’ বাড়ালে মানুষের হাতে টাকা বেশি আসবে। ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে।

জিডিপি, নোটবন্দি, জিএসটি নিয়ে কিছু বলবেন?

জিডিপি আরও নামবে। নোটবন্দির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। জিএসটি চালু করাটা খারাপ নয়। কিন্তু যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে, তাতে আপত্তি আছে।

আপনি তো থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে গিয়ে দারিদ্র্যকে এমপিরিক্যালি বোঝার চেষ্টা করেছেন?

হ্যাঁ, আমি দেশ ধরে ধরে মাইক্রো লেভেলে দারিদ্র্যকে বোঝার চেষ্টা করেছি। গ্রামবাংলাতেও দীর্ঘদিন কাজ করেছি।

গ্রাম বাংলা বলতে কোথায়?

লিভার ফাউন্ডেশনের হয়ে বীরভূমে প্রচুর ফিল্ড ওয়ার্ক করেছি। ডা. অভিজিৎ চৌধুরির সঙ্গে একসঙ্গে প্রকল্প তৈরি করে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবকদের নিয়ে কাজ করেছি। ওঁদের প্রশিক্ষিত করতে চেয়েছি।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবক মানে কোয়াক ডাক্তারের কথা বলছেনা?

আমি ওদের সেলফ কোয়ালিফায়েড স্বাস্থ্য পরিষেবক বলি। এঁদের মধ্যে অনেকে আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথি নিয়ে কোর্স করেছেন। আমি ২০০০ সাল থেকে এঁদের নিয়ে কাজ করছি। জানেন, ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ অসুস্থ হলে এঁদের কাছেই যান? ভুল ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাও কিন্তু দারিদ্র্য।

সাউথ পয়েন্ট স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ। কলকাতা আপনার শিরা-উপশিরায়। কলকাতাকে মিস করেন?

কলকাতার লোকজনের মতো মেলামেশা, আড্ডা, আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, কুশল বিনিময় কোথাও দেখিনি। খুব মিস করি।

নোবেলজয়ের পর কতগুলো ফোন এল কলকাতা থেকে?

অগুন্তি। বহু ফোন ধরতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না। এবার আমায় ফোনটা রাখতে হবে। প্রেসের লোকজন অপেক্ষা করছেন।

ঠিক আছে। আপনাকে আবার অভিনন্দন। কলকাতায় কবে আসছেন?

২২ অক্টোবর দিল্লিতে একটা অনুষ্ঠান আছে। ওই দিন সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরব। সংবাদ প্রতিদিনকে ধন্যবাদ। আপনারা ভাল থাকবেন।

কাস্টিং কাউচ
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা
৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ
বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ
১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক
১২ পাতা

ছেলের বই হাতে নোবেলজয়ীর মা।

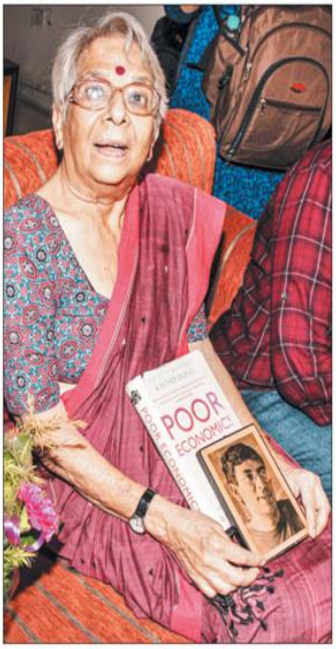

স্কুলে কখনও স্ট্যান্ড করেনি, বললেন মা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বমঞ্চের চূড়ায় উঠেছে গর্বের সন্তান। মা স্বভাবতই খুশি। তবে এও জানিয়ে দিচ্ছেন পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূও একই সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন বলেই আনন্দটা দ্বিগুণ। “একা অভিজিৎ নোবেল পেলে যত না হত, ছেলে বউমা দু’জনে পাওয়ায় সত্যিই তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ হচ্ছে। খুশি ধরছে না আমার মনে।”—সোমবার দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে বসে বললেন সদ্য নোবেলজয়ীর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৈতৃক বাড়ি মহানির্বাণ রোডে। আপাতত বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাস বালিগঞ্জের সপ্তপর্ণী আবাসনে। সোমবার বিকেল থেকেই ন’তলার ফ্ল্যাটে তিলধারণের জায়গা নেই। সকালটা শুরু হয়েছিল আর পাঁচটা দিনের মতোই। আচমকাই দুপুরে দিল্লি থেকে ছোট ছেলে অনিরুদ্ধর ফোন। “মা, দাদা নোবেল পেয়েছে। সঙ্গে বউদিও।” প্রথম শুনেই চোখে জল এসে গিয়েছিল। “ওটা আনন্দের কান্না।” নিজেই জানিয়েছেন নির্মলা। পড়শিরা পর্যন্ত এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছেন। বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়া থেকে বেরিয়ে অর্থনীতিতে বিশ্বসেরা। হোক না মার্কিন নাগরিক। স্কুলজীবন তো কেটেছে গড়িয়াহাটের অলিগলিতেই। প্রেসিডেন্সির কৃতীর খেতাবে তাই গর্ব করছে তিলোত্তমাও।

সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ভিড়ে এদিন ছিমছাম ফ্ল্যাটটা চেনা দায়। বিকেল থেকেই হাজারও ক্যামেরার ভিড়। পুলিশের নিরাপত্তা। পাড়ার মোড়ের চা দোকানিও বুঝে গিয়েছেন এ আবাসনে দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এত ক্যামেরার সামনে সামান্য অস্বস্তিতে নির্মলাদেবী। বলেছেন, “আসলে আমি তো কখনও এত ক্যামেরার সামনে বসিনি। আজ হঠাৎ কেমন তাল হারিয়ে যাচ্ছে।” বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে মিষ্টি, ফুল পৌঁছে গিয়েছে মায়ের হাতে। প্রতি নমস্কার জানাতে ভোলেননি রত্নগর্ভা। বিকেল থেকেই একের পর এক ফোনে আসতে থাকে শুভেচ্ছা বার্তা। নবনীতা দেবসেনও ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁকে।

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সে গবেষণা করতেন নিজেও। স্বামী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। স্বামী বেঁচে থাকতে একাধিক দিন তাঁদের বাড়িতেও বসেছে অর্থনীতির চর্চা। সেসব দিনের কথা স্মরণ করে নির্মলাদেবী জানিয়েছেন, “গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা চলত।” স্কুলে কখনওই ফার্স্ট সেকেন্ড হতেন না অভিজিৎ। তাঁর মা জানিয়েছেন, কলেজ থেকেই বরং পড়াশোনার দিকে আগ্রহ বাড়ে ছেলের। মায়ের হাতের কেক আর লন টেনিস। ছেলের ছোটবেলার প্রেম বলতে এই দুটোই মনে পড়ে মায়ের। এত আনন্দের দিনেও ছোটও একটা দুঃখ তাঁর মনে বিঁধে আছে। প্রথম নাতি কবীর মারা গিয়েছিল ইংল্যান্ডে। অনুজ ছাত্রকে কখনও পরামর্শ দেননি অর্মত্য? নির্মলাদেবীর কথায়, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অমর্ত্যর একাধিক পরামর্শ কাজে এসেছে অভিজিৎ—এর। মহারাষ্ট্রে জন্ম। সিদ্ধিদাতার শহরের নিশান রাখতেই নামের মাঝে ‘বিনায়ক’।

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

অভিজিৎ বিনায়কের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বন্ধুদের স্মৃতিচারণা

‘শেয়াল পণ্ডিতের’ নোবেল জয়

শুভঙ্কর বসু

কে জানত স্কুলের সেই ‘শেয়াল পণ্ডিত’ একদিন বিশ্বের দরবারে বাঙালির নাম উজ্জ্বল করবে?

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়তেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। চোখে একটা বড়সড় মাপের চশমা। খুব নিরীহ গোবেচারা, দারুণ পড়ুয়া, এমন মোটেই নয়। বরং খেলাধুলা থেকে সিনেমা, সব দিকেই ইন্টারেস্ট ছিল। স্কুলের বন্ধুরা তাই নাম দিয়েছিল ‘শেয়াল পণ্ডিত’!

সোমবার অর্থনীতিতে নোবেল প্রাপক হিসাবে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন স্কুলের সহপাঠীরা। মনে পড়ে গিয়েছে স্কুল জীবনের কথা। ‘শিয়াল পণ্ডিত’ নাম ধরে একবার ডাকলেই সাফল্য মিলত। ব্যস, রে রে করে তেড়ে আসত অভিজিৎ। সেকথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু তথ্যচিত্রকার বাপ্পা সেন। “স্কুলে ড্রেস পরে আসাটা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু ও বেশিরভাগ সময় কাটাত একটা পাঞ্জাবি আর প্যান্টে। ঢাকুরিয়া লেক আর গোলপার্কে চলত চুটিয়ে আড্ডা।”—বলছিলেন তিনি। শুধু কি

126 >

4h Like Reply

Rajat Subhra Banerjee
আমার ছাতির মাপ এখন ১১২"।

স্কুলে এর নাম ছিল শেয়াল পণ্ডিত। তখন থেকেই জানা উচিত ছিল, একদিন নোবেল পাবে। আমাদের থেকে বছর দুয়েকের ছোট। বাবার নাম "DB", প্রেসিডেন্সির বিখ্যাত শিক্ষক। মা নির্মলা, মারাঠী। ওর পিসি বন্দনা আমার মায়ের ছোটবেলার বন্ধু। ওর এক কাকা তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন, পরে স্টেট ব্যাঙ্কের বড় অফিসার ছিলেন। আর এক কাকা আরকিটেক্ট, আমার কলেজের সিনিয়র। নাম Debasish (বাংলা বানান পারব না।)

4h Like Reply 12

View 5 previous replies

Mohor Bhattacharya রজতদা ৭৬ উচ্চমা...

Rajat Subhra Banerjee এবার থেকে হিসে...

Mohor Bhattacharya replied

Satabhisha Tupur
Aar bolo naa, ekhon 1 mas kaner kache esob cholbe.

বাপ্পাবাবু। অভিজিতের স্কুলের দু’বছরের সিনিয়র রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুকে মজা করে লিখেছেন—‘আমার ছাতির মাপ এখন ১১২ ইঞ্চি। স্কুলে এর নাম ছিল শেয়াল পণ্ডিত। তখন থেকেই জানা উচিত ছিল, একদিন নোবেল পাবে। আমি বছর দুয়েকের বড় ছিলাম। স্কুলের সিনিয়র। এক সময় ওকে অনেক র‍্যাগিং করেছি। আশা করি ভুলে গিয়েছে।’ স্কুল জীবনে অভিজিতের সঙ্গে কাটানো সময় নিয়ে বলতে গিয়ে হেসে উঠলেন তাঁর আরেক সহপাঠী প্রমথেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। “শেয়াল পণ্ডিত নাম ধরে কেউ ডাকলেই বেজায় খেপে যেত। কালপ্রিটকে খুঁজে বার করে লাথি না মারা পর্যন্ত ওর শান্তি হত না।”

নোবেল জয়ের মতো সম্মান তাঁর ঝুলিতে এলেও অভিজিৎ কখনওই নাকি তেমন বই-পোকা ছিলেন না। গান-বাজনা। রকে আড্ডা। সিনেমা দেখা। গল্পের বই পড়া। সবই চলত সমান তালে। বাপ্পাবাবুর কথায়, “স্কুল ছুটির পর যখন ঢাকুরিয়া লেক কিংবা গোলপার্কে আড্ডা চলত, সেখানে শুধু সাউথ পয়েন্ট নয়, নব নালন্দা, লা মার্টিনিয়ার কিংবা ক্যালকাটা বয়েজের ছেলেরাও জুটত। সেখানেও ওর ওই ‘শেয়াল পণ্ডিত’ নামটা ফেমাস ছিল। বললেই খেপে যেত। একবার তো গোটা বিকেল একজনের পিছনে দৌড়ে বেড়াল অভিজিৎ। ছেলেটার দোষ, ওকে একবার শেয়াল পণ্ডিত নামে ডেকেই দৌড় মেরেছিল।”

> স্কুলে ড্রেস পরে আসাটা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু ও বেশিরভাগ সময় কাটাত একটা পাঞ্জাবি আর প্যান্টে। ঢাকুরিয়া লেক আর গোলপার্কে চলত চুটিয়ে আড্ডা।

ঘরে ফিরেই হেঁশেলে ঢুকবেন অভিজিৎ

অভিরূপ দাস

অর্থনীতি ভালবাসেন তিনি।

ততটাই ভালবাসেন গড়িয়াহাট মার্কেটের কাতলা।

সোনার ছেলে ঘরে ফিরলে তাই বাজার থেকে আসবে সেই মনপসন্দ মাছ। তবে পছন্দের রান্না তৈরি হবে না। কারণ প্রিয় রান্না নিজের হাতেই বানান অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ অক্টোবর বাড়ি ফেরা। ওই দিনই দিল্লিতে তাঁর নতুন বইয়ের মলাট খুলবে। সে বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ সেরেই বিমানবন্দরে নামবেন সোনার ছেলে। নোবেল পেয়ে চমকে দিয়েছেন যিনি, যোগসূত্র দেখছেন মা। জানিয়েছেন, “নানান জায়গায় গিয়ে ও মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে। প্রান্তিক সে সমস্ত জায়গায় পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মিশে যে তথ্য ও পেয়েছে ওর গবেষণাপত্রে সে কথাই উঠে এসেছে।” আপাতত ছেলের স্টাডিরুম পরিষ্কার করার কাজ চলছে। অর্থনীতি তো অবশ্যই,বাংলা সাহিত্যেও তাঁর উৎসাহ প্রবল। অর্থনীতির বইয়ের পাশেই তাই ঠায় দাঁড়িয়ে পরশুরাম সমগ্র। বালিগঞ্জের ঝাঁচকচকে ফ্ল্যাটে একাই থাকেন মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বক্ষণের সঙ্গী দুই পরিচারক রমা আর হরিশ। অশীতিপর মায়ের দেখাশোনা করেন তাঁরাই।

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

ঘরের ছেলের নোবেল জয়ে চিন্তা চিকিৎসকদের

গৌতম ব্রহ্ম

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেলজয় চিন্তায় ফেলল বাংলার চিকিৎসকদের!

চিন্তা না বলে অবশ্য দুশ্চিন্তা বলাই ভাল। কারণ, জিষ্ণু দাস, অভিজিৎ চৌধুরিদের সঙ্গে জোট বেঁধে এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদই বাংলার গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবকদের (যাদের সাধারণত হাতুড়ে বা কোয়াক নামে সম্বোধিত করা হয়) প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করছেন। আন্তর্জাতিক পেপারও রয়েছে।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নোবেল জয়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে বলে স্বীকার করেছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ, গ্রামাঞ্চলের ৮০ শতাংশ মানুষ এই স্বশিক্ষিত স্বাস্থ্য পরিষেবকদের উপরই নির্ভরশীল। এঁদের অচ্ছুত করে রেখে গরিবের কোনও লাভ নেই। বরং তাঁদের ট্রেনিং দিয়ে একটা বৈধ জায়গা করে দেওয়াই ভাল। এখানেই গোল বেধেছে। বাংলার চিকিৎসকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম' বুঝতে পারছে না, অভিজিৎবাবুর নোবেলজয়ে কী প্রতিক্রিয়া দেবেন। ফোরামের সম্পাদক ডা. কৌশিক চাকী জানিয়েছেন, হাতুড়ে প্রশিক্ষণের সঙ্গে নোবেলজয়ীর যোগসূত্র কতটা তা জানা নেই। তবে, আমরা এখনও আগের মতোই বিরোধিতা করছি। গরিবের চিকিৎসার ভার কেন নন-কোয়ালিফায়েড' হাতুড়েদের উপর থাকবে?

গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ শুরু সেই ২০০৭ সালে বীরভূমে। পরে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনাতেও কোর্স শুরু হয়। আবাসিক ৯ মাসের কোর্স, ৫০ জনের ব্যাচ। বাঁকুড়ার ছাতনার ফুলবেড়িয়া গ্রামে ১০ মাসের আবাসিক কোর্স করানো হয়েছে। অভিজিৎ চৌধুরির দাবি, তাঁরা চিকিৎসাকর্মী তৈরি করছেন, চিকিৎসক নয়। পাস করে নামের আগে 'ডা.' লেখা নিষিদ্ধ। নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে রোগের লক্ষণের ভিত্তিতে কিছু নির্দিষ্ট অসুখের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট ওষুধ দিতে পারবেন এই স্বাস্থ্যসেবকরা। দুই অভিজিৎই জানালেন, ভুল চিকিৎসা ও অকারণ ওষুধ লেখা কমিয়ে রোগীর ক্ষতি কমানোই মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ চিকিৎসার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র ক্রমশ নিয়ন্ত্রণে আসবে। কৌশিকবাবু অবশ্য তা মানছেন না। তাঁর বক্তব্য, একজন এমবিবিএস ডাক্তার ভুল করলে কাউন্সিল আছে, হেলথ কমিশন আছে। কিন্তু গ্রামীণ চিকিৎসক ভুল করলে তাঁকে শাস্তি দেবে কীভাবে?

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণকে স্বীকৃতি দিয়েছে। লিভার ফাউন্ডেশনের এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল হেলথ মিশন' 'দি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কস নলেজ ফর চেঞ্জ প্রোগ্রাম' 'ব্রিস্টল-মায়ারস স্কুইব ফাউন্ডেশন'-এর অর্থ সাহায্য। ২০১৬ সালের ৬ অক্টোবর একটি জার্নালে এই সংক্রান্ত পেপার প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে গবেষক-লেখক হিসাবে চারজনের নাম রয়েছে। জিষ্ণু দাস, অভিজিৎ চৌধুরি, রেশমান হুসেন ও অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বীরভূম নয়, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশেও চলছে 'লিভার ফাউন্ডেশন'-এর এই প্রকল্প।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন অবশ্য অভিজিৎবাবুর নোবেল জয়ে খুশি। তাঁদের মত, "অভিজিৎবাবুর নোবেল জয় আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্পকেই মান্যতা দিল।"

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

ঘরে ফিরেই হেঁশেলে ঢুকবেন অভিজিৎ

অভিরূপ দাস

অর্থনীতি ভালবাসেন তিনি।

ততটাই ভালবাসেন গড়িয়াহাট মার্কেটের কাতলা।

সোনার ছেলে ঘরে ফিরলে তাই বাজার থেকে আসবে সেই মনপসন্দ মাছ। তবে পছন্দের রান্না তৈরি হবে না। কারণ প্রিয় রান্না নিজের হাতেই বানান অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ অক্টোবর বাড়ি ফেরা। ওই দিনই দিল্লিতে তাঁর নতুন বইয়ের মলাট খুলবে। সে বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ সেরেই বিমানবন্দরে নামবেন সোনার ছেলে। নোবেল পেয়ে চমকে দিয়েছেন যিনি, কীভাবে তাঁকে সারপ্রাইজ দেওয়া যায়, সেটাই ভাবছেন দক্ষিণ কলকাতার আবাসনের বাসিন্দারা। পাড়ার ছেলে অর্থনীতিতে বিশ্বসেরা, খবর চাউর হতেই বালিগঞ্জে 'সপ্তপর্ণী'র ন'তলায় সাজ সাজ ব্যাপার। দীর্ঘদিনের পরিচারিকা রমা হালদার জানিয়েছেন, "বড়দা ভীষণ খেতে ভালবাসেন।" কলকাতায় এলেই তাই হুকুম হয়, ভাল মাছ নিয়ে এসো। নিজের হাতেই কাতলা মাছ রান্না করেন অভিজিৎ। এবারও তার অন্যথা হবে না। পুজোয় বাড়ি আসা হয়নি। তার উপর এবার নোবেল হাতে। দুই সেলিব্রেশন একসঙ্গে মেটাতে পরিকল্পনা হচ্ছে রাজকীয় মেনুর। যেখানে পাঠার মাংস তো থাকবেই, নোবেলজয়ীর প্রিয় মাছের মাথা দিয়ে ডালও থাকবে। আর অন্য কিছু? "শাকের মধ্যে কলমি শাকটাই দাদা পছন্দ করেন বেশি।" জানিয়েছেন রমা। তবে স্রেফ খেতে নয়, বাড়িতে এলেই খুন্তি হাতে নিজেই ঢুকে পড়েন হেঁশেলে। বাড়িতে এসেছেন অথচ একদিনও রান্না করেননি এমন কখনও হয়নি বলেই জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ষাট ছুঁইছুঁই বয়সেও বেতের মতো চেহারা। খাদ্যরসিক নোবেল জয়ীর ফিট থাকার রহস্য ফাঁস করেছেন রত্নগর্ভা। মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "ও কিন্তু দারুণ ফিট। তার প্রধান কারণ ও প্রচুর হাঁটে। গাড়ি ছাড়াই ও অনেক দূর হেঁটে হেঁটে চলে যায়। আর সে কারণেই এত ফিট রয়েছে এখনও।" আজকের নোবেলের পিছনে এই হাঁটাহাঁটির ক্ষীণ যোগসূত্র দেখছেন মা। জানিয়েছেন, "নানান জায়গায় গিয়ে ও মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে। প্রান্তিক সে সমস্ত জায়গায় পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মিশে যে তথ্য ও পেয়েছে ওর গবেষণাপত্রে সে কথাই উঠে এসেছে।" আপাতত ছেলের স্টাডিরুম পরিষ্কার করার কাজ চলছে। অর্থনীতি তো অবশ্যই,বাংলা সাহিত্যেও তাঁর উৎসাহ প্রবল। অর্থনীতির বইয়ের পাশেই তাই ঠায় দাঁড়িয়ে পরশুরাম সমগ্র। বালিগঞ্জের ঝাঁচকচকে ফ্ল্যাটে একাই থাকেন মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বক্ষণের সঙ্গী দুই পরিচারক রমা আর হরিশ। অশীতিপর মায়ের দেখাশোনা করেন তাঁরাই।

ছেলের সঙ্গে কথা। বালিগঞ্জের বাড়িতে নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছোটভাই অনিরুদ্ধ ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় ব্যবসায়ী। মঙ্গলবারই শহরে ফিরছেন তিনি।

মার্কিন নাগরিকত্ব নিলেও নিজের শিকড় ভোলেননি অভিজিৎ। ভোলেননি ছোটবেলার সাউথপয়েন্ট স্কুল। সেখানে আট বন্ধুর সেই গ্রুপের অনেকেই আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবু সুযোগ পেলেই তাঁরা আড্ডা দিতে বসে পড়েন। এদিনও বাল্যবন্ধুর বিশ্বজয়ের খবর শোনার পরেই অভিজিতের বাড়িতে দৌড়ে এসেছিলেন ছোটবেলার বন্ধু বাপ্পা সেন। তথ্যচিত্র নির্মাতা বাপ্পা সেনের কথায়, "আমরা অর্থনীতির কীই -বা বুঝি। কিন্তু ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে কখনও তা মনে হনা। গল্প- আড্ডায় আমাদের সব কথাই ও মন দিয়ে শোনে।"

কাস্টিং কাউচ
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা
৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ
বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ
১২

sangbadpratidin.in epratidin.in | ২৭ আশ্বিন ১৪২৬ ৪.০০ টাকা | কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯ | আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক | ১২ পাতা

‘আজ আনন্দের সীমা নেই’

অভিজিৎ-সৌরভে উচ্ছ্বসিত মমতা

স্টাফ রিপোর্টার : একইদিনে দুই বাঙালির শিখরে পৌঁছনোর কৃতিত্বে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেশের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই—এর সর্বোচ্চ পদে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হয়েছেন। তার একটু পরেই এল আর এক বঙ্গতনয়ের শিখরছোঁয়া সাফল্যের সংবাদ। সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী ডঃ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবার অর্থনীতিতে নোবেল পাচ্ছেন। সেই তালিকায় রয়েছে তাঁর স্ত্রীয়ের নামও। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিলেন, আজকের দিনটা অন্য যে কোনও দিনের থেকেও অনেক বেশি স্পেশাল। এই দুই আনন্দ সংবাদ বাঙালির উৎসবের রেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সৌরভকে যেমন নতুন ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তেমনই অভিজিৎবাবুকে অভিনন্দন জানান। বার্তায় লিখেছেন, ‘আর এক বাঙালি দেশকে গর্বিত করেছেন। আমরা আপ্লুত, আনন্দের সীমা নেই। জয় হিন্দ, জয় বাংলা’।

মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে বালিগঞ্জের বাড়িতে অভিজিৎবাবুর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি পাঠানো হয় দুপুরেই। আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি উল্লেখ করেছেন, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর গ্রুপের সদস্য হিসাবে অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাছাই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বার্তায় লিখেছেন, “সব দিনই বিশেষ। কিছু কিছু দিন অন্যগুলির থেকে অনেক বেশি স্পেশাল। আজ আমি আপ্লুত, আনন্দের সীমা নেই।” সবে বাঙালির প্রধান উৎসবের কার্নিভাল শেষ হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে উল্লেখ করেছেন, বাঙালির স্পিরিটে পুজোর আনন্দ অত্যন্ত সফল উদযাপন। এই আনন্দ উদযাপনের রেশ চলছেই। দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা ক্ষেত্রের ক্রীড়া ও অর্থনীতিতে দু'টি মহান খবর এসেছে আজই। বলেছেন, “সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অধিনায়ক হিসাবে দেশকে গর্বিত করেছিলেন। সম্পূর্ণ পরিণত ব্যাটসম্যান ও টিম লিডার। নতুন ইনিংস শুরু করলেন উনি। বিসিসিআই—এর সভাপতি হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন উনি। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই অর্থনীতিতে নোবেল প্রাপ্তির খবর। অ্যালফ্রেড নোবেলের স্মৃতিতে সেভেরিজেস রিকসব্যাঙ্ক পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী উনি। অভিনন্দন জানাই একই সম্মানে ভূষিত ওঁর স্ত্রী এস্থার ডুফলোকে।”

এল মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা। মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন পুলিশ আধিকারিক। —প্রতিদিন চিত্র

খুশি শহরের দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল জয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁর দুই প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র ছিলেন অভিজিৎ। তার আগে তিনি সাউথ পয়েন্টে পড়াশোনা করেছেন। প্রাক্তন ছাত্রর এহেন সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাফল্যের পর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, “এটা গর্বের মুহূর্ত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের উন্নয়নে সবসময় তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। কলকাতায় এলেই তিনি ক্যাম্পাস ঘুরে যেতেন। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাফল্যে আমরা গর্বিত।” প্রেসিডেন্সি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ চৌধুরি জানিয়েছেন, “অভিজিতের এই অভাবনীয় সাফল্যে আমরা গর্বিত।” সাউথ পয়েন্টের তরফে কৃষ্ণা দামিনী বলেন, “অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাফল্যে আমরা উচ্ছ্বসিত। স্কুল খুললেই তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে একটি ই—মেল পাঠানো হবে।

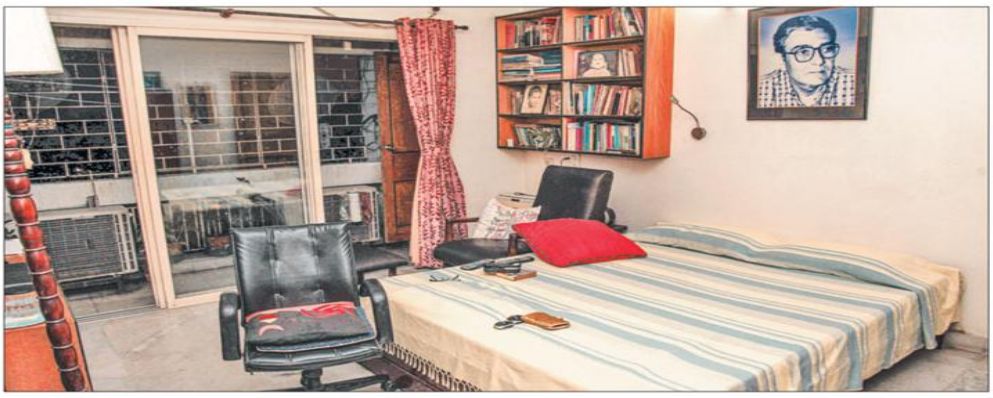

বালিগঞ্জের বাড়িতে অভিজিতের স্টাডি রুম। সোমবার। —প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ **প্রতিদিন**

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

উত্তর সম্পাদকীয় ২

টুকরো দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই

এবারের অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন তিনজন। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমার। তাঁদের কাজ দারিদ্র নিয়ে। দারিদ্রকে তাঁরা ভেঙে ফেলেছেন ছোট ছোট টুকরোয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নানা অংশে। যে সমস্ত সমস্যার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে লড়াই করা তুলনায় সহজ। এগুলির সম্মিলিত ফলই তো প্রকাশ পায় জীবনযাত্রার মানদণ্ড হিসাবে। এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়াই তো দারিদ্রের প্রকাশভঙ্গি!

অতনু বিশ্বাস

প্রথমেই পরিষ্কার করা যাক যে, ২০১৯-এর অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া তিনজনের একজন— অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রবাসী’ বাঙালি। তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। প্রাক্তনী জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েরও। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির তাই গর্ব করার বিস্তর জায়গা রয়েছে এই নোবেল পুরস্কারে। কিন্তু তিনি ‘ভারতীয়’ নন। মার্কিন দেশের ‘ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি’ বা ‘এমআইটি’-র এই অধ্যাপক এখন ‘মার্কিন নাগরিক’। তাই ‘ভারতীয়’ হিসাবে আমাদের গর্বের কিছু রয়েছে কি না, সে নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। আপাতত নোবেল প্রাপ্তির দিনে সেই তর্ক দূরে সরিয়ে আমরা বরং কীসের জন্য এই নোবেল এবং তার প্রাপকদের তালিকা ও কীর্তির দিকে একটু তাকিয়ে দেখি।

হ্যাঁ, এবারের অর্থনীতির নোবেল, যার পোশাকি নাম ‘ব্যাঙ্ক অফ সুইডেন প্রাইজ’, পেয়েছেন তিনজন। একসঙ্গে। তাঁদের কাজও মোটামুটি একই বিষয়ে এবং অনেক সময় একই সঙ্গে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাকি দু’জন হলেন এস্থার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমার। এস্থার ডুফলো আবার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, তিনিও পড়ান ‘এমআইটি’-তে। এস্থার ডুফলোর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে। আর মাইকেল ক্রেমার জন্মসূত্রে মার্কিনি।

এঁরা মূলত গবেষণা করেছেন ‘ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্স’ বা ‘উন্নতির অর্থনীতি’ নিয়ে। ‘উন্নতি’ মানে মানুষের উন্নতি, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি। যা অনেকটাই পরীক্ষামূলক। বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে তথ্য তুলে এনে তার ভিত্তিতে এঁরা করেছেন তত্ত্বের উপস্থাপন, তৈরি হয়েছে সিদ্ধান্ত। গত দু’-দশকের মধ্যেই বদলে গিয়েছে ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের চালচিত্র। তার গবেষণার ক্ষেত্রে এসেছে জোয়ার। নোবেল কমিটি যেমন বলেছে যে, এঁদের গবেষণা নাকি প্রভূত সাহায্য করেছে বিশ্বজোড়া দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে।

দারিদ্রকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছেন এই তিন অর্থনীতিবিদ, তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে। ‘দারিদ্র’ যেন একটা সার্বিক কথা নয়। তাঁরা দারিদ্রকে ভেঙে ফেলেছেন ছোট ছোট টুকরোয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা— ইত্যাদি নানা ছোট ছোট অংশে। যে সমস্ত সমস্যার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে লড়াই করা তুলনায় সহজ। এগুলির সম্মিলিত ফলই তো প্রকাশ পায় জীবনযাত্রার মানদণ্ড হিসাবে। এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়াই তো দারিদ্রের প্রকাশভঙ্গি। কিন্তু সার্বিকভাবে দারিদ্রকে প্রতিহত করার চেয়ে অনেক অনেক সহজ হয়েছে এই টুকরো টুকরো দারিদ্রর সঙ্গে লড়াই করা। যেমন, এঁদের গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতেরই ৫০ লক্ষ শিশুকে প্রতিকারমূলক (রেমেডিয়াল) টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়েছে স্কুলে। ‘রয়াল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস’ তা স্বীকার করেছে। আবার পৃথিবীর নানা দেশে অনেকটা পরিমাণে ভরতুকি দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্যের জন্য। সম্ভব হয়েছে শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সবথেকে কার্যকর ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা।

এসবের শুরু সেই নয়ের দশকের মাঝামাঝি,

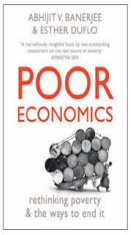

দারিদ্র দূরীকরণের গবেষণায় ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০১১ সালে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো একসঙ্গে লিখেছিলেন ‘পুওর ইকোনমিক্স’ নামের বইটি। অবশ্যই বেশ আকর্ষণীয় এই বইয়ের টাইটেল। বইটি সম্পর্কে অর্মত্য সেন বলেছেন ‘দারিদ্রের সঠিক রূপরেখার উপরে দুই অনন্যসাধারণ গবেষকের এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বই।’

যখন মাইকেল ক্রেমার এবং তাঁর সহযোগী গবেষকরা পশ্চিম কেনিয়ার উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে, উপযুক্ত হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে স্কুলছাত্রদের ফলাফলে কতটা উন্নতি করা সম্ভব। পরবর্তীকালে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো জুটি বেঁধে একই ধরনের কাজ করেন ভারত-সহ অন্যান্য দেশের উপরে। এবং একই ধরনের আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপরেও। কখনও মাইকেল ক্রেমারও হন তাঁদের সহ-গবেষক। এর ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের চরিত্র, তার রূপ, তার প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উপযোগিতা। অনেক সহজ হয়ে যায় দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করা।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো তাঁদের গবেষণায় জোর দিয়েছেন ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড এক্সপেরিমেন্ট’-এর উপর। ফলশ্রুতিতে তাঁরা ‘ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্স’-এর তথ্য সংগ্রহের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতেই মোটামুটি প্রচলন করে দিয়েছেন ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোল্ড ট্রায়াল’-এর ব্যবহার। আপাতভাবে বিষয়টা এরকম— ধরা যাক, দশ হাজার লোকের কোনও জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, কোন পদ্ধতিতে তাদের সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। তাদের সাহায্যের জন্য দু’রকম ব্যবস্থা নেওয়া হল। ধরা যাক, ১০০০ লোককে সরকার বিনা পয়সায় খাবার দেবে, আর ১০০০ লোককে খাবার না দিয়ে পরিবর্তে দেবে নির্দিষ্ট কিছু অর্থ সাহায্য। বাকিদের কিছুই নয়। দেখা হবে দারিদ্র দূরীকরণে কোন পদ্ধতিটা বেশি কার্যকর। একটা উপায় হল তালিকার প্রথম ১০০০ জনকে খাবার, পরের ১০০০ জনকে অর্থ দেওয়া। বা এরকমই কিছু একটা। ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোল্ড ট্রায়াল’ পদ্ধতিতে কিন্তু এই পরীক্ষার জন্য কাদের খাবার দেওয়া হবে, কাদের অর্থ, আর কাদের কিছুই দেওয়া হবে না— তা ঠিক করা হবে লটারির মাধ্যমে। অঙ্ক করে দেখা যায় যে, এতে অযাচিত ভুলের সম্ভাবনা কমবে। রাশিবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে এসেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়— যেমন কৃষিতে, প্রায় ১০০ বছর ধরে। আবার ওষুধ তৈরির জন্য যে গবেষণা হয়, যাকে বলে ‘ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’, তাতেও কিন্তু করা হয় ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোল্ড ট্রায়াল’, প্রায় আধ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় ধরে। কিন্তু অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলোর মূল কৃতিত্ব বোধহয় এই যে, তাঁরা রাশিবিজ্ঞানের এই অত্যন্ত কার্যকর এক পদ্ধতিকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের সঙ্গে, মানুষের জীবনযাত্রায় উন্নতির স্বার্থে, ডেভলপমেন্টের লক্ষ্যে। এতটাই যে, র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোল্ড ট্রায়াল আজ ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণের গবেষণায় তাঁদের ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০১১ সালে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো একসঙ্গে লিখেছিলেন ‘পুওর ইকোনমিক্স’ নামের বইটি। অবশ্যই বেশ আকর্ষণীয় এই বইয়ের টাইটেল। বইটি সম্পর্কে অর্মত্য সেন বলেছেন ‘দারিদ্রের সঠিক রূপরেখার উপরে দুই অনন্যসাধারণ গবেষকের এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বই।’

আজ নোবেল কমিটি কিন্তু সেই স্বীকৃতিই দিয়েছে তিন অনন্যসাধারণ গবেষককে, দারিদ্রকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে, টুকরো টুকরো করে তার সঙ্গে লড়াই করার সূত্র জোগানোর জন্য।

(মতামত নিজস্ব)

লেখক কলকাতা আইএসআইয়ের অধ্যাপক
appubabale@gmail.com

২৮ বর্ষ ৬৩ সংখ্যা। প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২, ফোন : (০৩৩) ৭১০০-৭২০০ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২১২-৬০৩১/৭৯৭৭/৬০৩৬ থেকে, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ : ঘুটগড়িয়া, পোঃ অঃ : বড়জোড়া, মৌজা : কাদাশোল, জেলা : বাঁকুড়া, ফোন : +৯১-৮১০১৯৯০৯৯ থেকে এবং দর্পণ টাইমস প্রাইভেট লিঃ, তেলানিপাড়া, সাহডাঙি হাট - ৭৩৫ ১৩৫, ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, ফোন : (০৩৫৩) ২৫২৬৬১৮ টেলিফ্যাক্স (০৩৫৩) ২৫২১৩৬৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : সৃঞ্জয় বোস। email : contact@sangbadpratidin.org

R.N.I. Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in | ২৭ আশ্বিন ১৪২৬ | ৪.০০ টাকা | কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯ | আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক | ১২ পাতা

আজ ■ ১৯২৬ মিশেল ফুকোর জন্মদিন। তাঁর তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে 'ক্ষমতা' ও 'জ্ঞান'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চর্চা করে, যেখান থেকে 'সোশ্যাল কনট্রোল'-এর পরিধি তৈরি হয়। ১৯৫০ সালে তাঁকে সমাজতন্ত্রী হতে উৎসাহিত করেছিলেন লুই অ্যালথুজার, তাঁর শিক্ষক। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় ফুকোর প্রথম বই 'হিস্ট্রি অফ ম্যাডনেস'।

মঙ্গলবার ১৫ অক্টোবর ২০১৯

উ ত্ত র স ম্পা দ কী য়

সামান্যীকরণের ঝোঁক এড়িয়ে

অচিন চক্রবর্তী

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমার গত প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে উন্নয়ন অর্থনীতিতে এক অন্যরকম জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তাঁদের এক বিশেষ ধরনের গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে। দম্পতির 'পুওর ইকোনমিক্স' বইটিতে এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা রয়েছে।

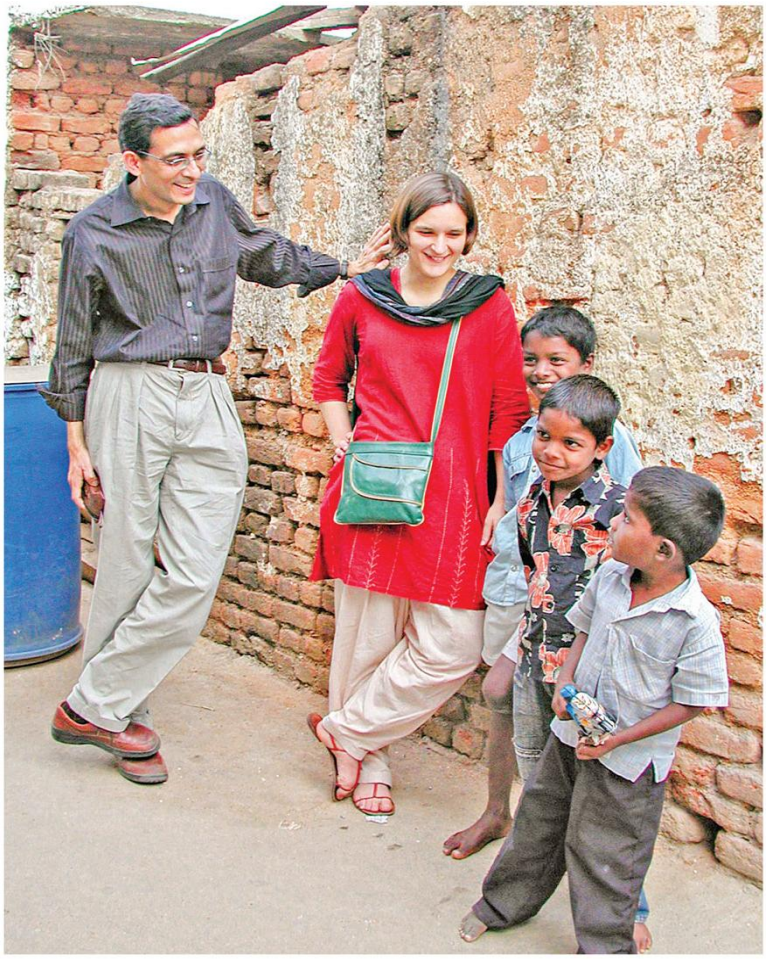

মেলামেশা ২০০৭ সালে দিল্লির রাস্তায় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার ডুফলো

আমেরিকার এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্থার ডুফলো এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল ক্রেমারের সঙ্গে। এঁরা তিনজনই গত প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে উন্নয়ন অর্থনীতিতে অন্যরকম জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তাঁদের এক বিশেষ ধরনের গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার যে দারিদ্র সমস্যাকে বোঝার এবং তা দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা অনেকেই একমত। কী সেই গবেষণা, যা নোবেল এনে দিল?

বেশ কিছুকাল ধরেই অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় গবেষণাগুলি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নিয়ে। অতীতে ফিরে গেলে দেখব, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সমস্যাকে উন্নয়নশীল দেশগুলির 'মূল সমস্যা' হিসাবে চিহ্নিত করা হত। সেটা ছিল উন্নয়নের অর্থনীতির আদিযুগ। তখন আর্থনীতিক বৃদ্ধির তত্ত্বকেই উন্নয়নের অর্থনীতির কেন্দ্রে রাখা হত। আর সেসব তত্ত্বে গ্র্যান্ড জেনারালাইজেশনের দিকেই ঝোঁকটা ছিল। সেটা ছিল পাঁচ ও ছয়ের দশক। উন্নয়নের তত্ত্বগুলি যেহেতু ছিল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে ঘিরে, ফলে নীতিভাবনায় জোরটি ছিল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর। সাতের দশকে এসে দেখা গেল এভাবে দারিদ্রের সমস্যাটিকে মোকাবিলা করা যাচ্ছে না একেবারেই। তখন আলাদা করে দারিদ্র দূরীকরণে জোর দেওয়ার ভাবনা এল। দারিদ্রের মাপজোকের পদ্ধতিকে জোরালো ভিত্তির উপর দাঁড় করানো এবং দারিদ্রের কারণগুলির নানাভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু হল, এবং এ নিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রধান অবস্থানে রেখে দেখা শুরু হল। কোন দেশ, কী প্রকল্প হাতে নিচ্ছে, তাতে কাজ কেমন হচ্ছে— সেসবও বিচার করা শুরু হল। সমগ্র বিষয়টি নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার পরিসর তৈরি হল। তখন দারিদ্র দূরীকরণের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাকে 'টপ ডাউন' দৃষ্টিভঙ্গি বলে পরে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেই সময়ে আমাদের দেশে চালু হয়েছিল 'আইআরডিপি' বা 'ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (নিবিড় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প)। এই প্রকল্পের অধীনে প্রাণীসম্পদ বিতরণ করা শুরু হয় দরিদ্রদের আয়ের উৎস তৈরির লক্ষ্য নিয়ে। কিছুদিন পরেই দেখা গেল এই বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্পটি আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণগুলিও দুর্বোধ্য নয়। এত বড় আকারে এত সংখ্যক গবাদি পশু বিতরণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এই প্রকল্পের গ্রহীতারাই বা সেই পশু নিয়ে তাকে কতটা ব্যবহার করতে পারছে আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে, এসব খুঁটিয়ে দেখা হয়নি।

মাইকেল ক্রেমার

তার মানে এই নয় যে, এর কোনও সমালোচনা হয়নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। দারিদ্রের সমস্যাটিকে এভাবে অতি 'মাইক্রো' দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার ফলে এর পিছনের 'ম্যাক্রো' রাজনৈতিক আর্থনীতিক কারণগুলি যে 'উহ্য' থেকে যাচ্ছে— এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ।

কোন প্রকল্প কোথায়, কতটা কার্যকর হচ্ছে, অভীষ্ট ফল পাওয়া যাচ্ছে কি না, না গেলে কেন যাচ্ছে না, এসব বোঝার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিসংখ্যান আর নির্দিষ্ট পদ্ধতির। এই ব্যাপারটিকে চিকিৎসার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ খতিয়ে দেখা কোন ওষুধে কতটা কাজ হচ্ছে। আর তখন থেকেই গ্র্যান্ড জেনারালাইজেশন থেকে মাটির কাছাকাছি এসে দেখা শুরু হল কোথায়, কোন নীতি প্রয়োগে, কতটা কাজ হচ্ছে। একই সঙ্গে দেখা শুরু হল এই প্রকল্প দরিদ্রদের মধ্যে কোথায়, কতটা কার্যকর হবে— এই পরিমাপ করার বিষয়টি। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরা যাক শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচির কথা। টিকাকরণের ব্যাপারে দরিদ্রদের মধ্যে অনীহা কাজ করে। এর কারণ অজ্ঞতাও হতে পারে, আবার টিকাকরণের জন্যে সময় বের করে, হয়তো একদিনের মজুরি ত্যাগ করে যদি যেতে হয় দূরে, সে কারণেও অনীহা থাকতে পারে। তখন এটা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হয়। দেখা গিয়েছে, টিকা দিতে এলে এক কিলো ডাল দেওয়া হবে এমন প্রকল্পের ফলে টিকার হার ১৭ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। উন্নয়ন ঘটানোর জন্য এই ধরনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো 'পুওর ইকোনমিক্স' নামে ২০১১ সালে একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে পুরো বিষয়টি তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। বইটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল বিভিন্ন মহলে, শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক চৌহদ্দির মধ্যে নয়। দারিদ্র দূরীকরণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে, বিভিন্ন দেশকে পরামর্শ দেয়, সে বিশ্ব ব্যাঙ্ক হোক বা 'ইউএনডিপি', তারাও বইটি নজর করে, এবং মনে করে বইটি দারিদ্র দূরীকরণ নীতিভাবনায় নতুন দিশা দেখাতে পেরেছে। নোবেল কমিটির বক্তব্যেও এই বিষয়টিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে বিশেষভাবে এঁদের তিনজনের গবেষণায়।

তার মানে এই নয় যে, এর কোনও সমালোচনা হয়নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। দারিদ্রের সমস্যাটিকে এভাবে অতি 'মাইক্রো' দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার ফলে এর পিছনের 'ম্যাক্রো' রাজনৈতিক আর্থনীতিক কারণগুলি যে 'উহ্য' থেকে যাচ্ছে— এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ধরনের বিতর্কের মধ্য দিয়েই উন্নয়নের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের ধ্যানধারণা এগিয়ে চলে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কটি তাঁদের জন্যই যে উঠে এল, তা অনস্বীকার্য। সার্বিক তত্ত্ব থেকে, সামান্যীকরণের ঝোঁক থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যে অত্যন্ত কার্যকর জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়, যা দারিদ্রের মতো জ্বলন্ত সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে যে নতুন দিশা দেখাতে পারে, এই তিনজনের কাজ থেকে আমরা তা জানতে পারি। এই কাজের জন্যই আজ তাঁরা স্বীকৃতি পেয়েছেন।

(মতামত নিজস্ব)

লেখক অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা
achinchak@gmail.com

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৭ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক ১২ পাতা

৪ সম্পাদকীয়

সংবাদ প্রতিদিন

নামের ওজন

যে দু'জন এবার সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন, তাঁরা তত 'পরিচিত' নাম নন। ফলে বাজারে বই সুলভ নয়।

নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পরের যে-আবহাওয়া, তা থেকে বাঙালির আন্তর্জাতিক বীক্ষার প্রমাণ মেলে, এখনও। সাহিত্যে এই বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দু'জন— পোল্যান্ডের ওলগা টোকারজুক এবং অস্ট্রিয়ার পিটার হ্যান্ডকে। সাহিত্যানুরাগী শিবিরে শুরু হয়েছে তীব্র উদ্দীপনা। দুই নোবেলজয়ীর বই-ই সংগ্রহ করে পড়ার। এই দু'জনের মধ্যে ওলগা টোকারজুক তুলনায় 'পরিচিত' নাম। ২০১৮ সালে তিনি পেয়েছিলেন 'ম্যান বুকার' পুরস্কার 'ফ্লাইটস' উপন্যাসের জন্য। 'ফ্লাইটস' নামটি অবশ্য ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হওয়ার সূচক। জেনিফার ক্রফটের অনুবাদে 'ফ্লাইটস' যথেষ্ট বাণিজ্য-সাড়া ফেলেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে বরং পিটার হ্যান্ডকে তত পাঠক-স্মৃতি-বিজড়িত নাম নয়। যদিও তিনি সাহিত্যে রত আছেন গত শতকের ছয়ের দশক থেকে। তাঁর এই অল্প পরিচিতিই এখন শহরের সাহিত্যরসিকদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। পাঠকরা হন্যে হয়ে সন্ধান করছেন হ্যান্ডকে-র বই। নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁর ভাষাশিল্পের মধ্যে যে অতলান্ত বৈচিত্র লক্ষ করেছে, মানব-মনস্তত্ত্ব ধারণ করার যে অগাধ সামর্থ্যের অনুসন্ধান পেয়েছে, আপাতত পাঠকরাও তাতে অবগাহন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তেমন 'পরিচিত নাম' না-হওয়ার জন্য এবং কোনওভাবেই পুরস্কৃত-হতে-চলার আগাম আন্দাজের পরিধিতে না-থাকার জন্য সহজে তাঁর বই পাওয়া যাচ্ছে না। ওলগা-র ক্ষেত্রেও এই সমস্যায় কম-বেশি ভুগছেন পাঠকরা। তাঁর একটি-দু'টি বাজারধন্য বই ছাড়া অপরাপর বইয়ের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না সহজে।

এ ঘটনা দু'টি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এক, তাহলে কি নোবেল পুরস্কার কমিটি এমন লেখকদের বেছে নিলেন, যাঁরা যোগ্যতার মানদণ্ডে অখণ্ড সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন! কারণ, বিদেশি ভাষায় লিখে যেসব সাহিত্যিক খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন, তাঁদের সৃষ্টি মনোজ্ঞ পড়ুয়াদের নখদর্পণে থাকে। ফলে বইবাজারে তাঁদের বই পেতে হাপিত্যেশ করতে হয় না। সেখানে পিটার হ্যান্ডকে-র নামই বহু ভারতীয় ও বাঙালি পাঠক এর আগে শোনেনি। গত বছর যৌন হেনস্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিতর্ক উত্থিত হওয়ার দরুন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার স্থগিত হয়ে যায়। এবার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে সত্য, কিন্তু বিতর্কের রেশ মুছে যায়নি। অন্যদিকে, কিছু স্থিতধী পাঠক মনে করছেন, 'জনপ্রিয়তা'-র সঙ্গে বা 'বাজারের পছন্দ' হওয়ার সঙ্গে 'প্রকৃত' সাহিত্যের যে তেমন যোগাযোগ নেই, সেকথাটি এবার নোবেল পুরস্কার কমিটির নির্বাচন থেকে স্পষ্ট। এমন-এমন লেখককে তারা মনোনীত করেছে, যাঁদের নাম তত শোনা বা জানা নয়। তবে তাঁদের রচনা যদি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয়, কালোত্তীর্ণ হওয়ার রসদে ভরপুর হয়, তাহলে আলাদা করে 'নাম' বা 'খ্যাতি'-তে কী যায়-আসে? 'ভাল বই' পাঠক আপন গরজে জোগাড় করে পড়বে— এই তো কাম্য।

কাস্টিং কাউচ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এসেছে কুপ্রস্তাব, কাস্টিং কাউচ নিয়ে সরব রিচা

৬

সংবাদ প্রতিদিন

হাই ভোল্টেজ

বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়পর্বে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

১২

sangbadpratidin.in epratidin.in | ২৭ আশ্বিন ১৪২৬ ৪.০০ টাকা | কলকাতা মঙ্গলবার | ১৫ অক্টোবর ২০১৯ | আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক | ১২ পাতা

মোদি সরকারের অর্থনীতিকে কটাক্ষ রাহুলের

কংগ্রেসের 'ন্যায়'-এ ছিলেন এই অভিজিৎই

নন্দিতা রায় ● নয়াদিল্লি

চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় ইস্তেহারে 'ন্যায়'-এর কথা বলে চমক দিয়েছিল কংগ্রেস। ন্যূনতম আয় যোজনার মাধ্যমে দেশের পাঁচ কোটি অতিদরিদ্র পরিবারকে মাসে ৬ হাজার টাকা করে নগদ সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তাতেও কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে পারেনি।

তবু ভোটের মুখে কংগ্রেসের 'ন্যায়' যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। আর এই প্রকল্প যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত, তিনি হলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বছরের অর্থনীতিতে নোবেলের জন্য সোমবার যাঁর নাম ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি, সেই বাঙালি অর্থনীতিবিদ। তিনিই ন্যায়-এর রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছিলেন। শুধু নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরির সময়েই পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করা নয়, অভিজিৎ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবেও আড়াল থেকে কাজ করে গিয়েছেন বলে কংগ্রেস শিবিরের অন্দর থেকেই শোনা গিয়েছে। মোদি সরকারের নোট বাতিল সিদ্ধান্তরও সমালোচনা করেছিলেন এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেছিলেন, "শুরুতে যা অনুমান করা হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার থেকে বেশি ক্ষতি হবে।" নিজের গবেষণাপত্রেও একথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্র, যেখানে ভারতীয় শ্রম ক্ষেত্রের ৮৫ শতাংশের বেশি লোক রোজগার করে, সেখানেই যে নোট বাতিল সবথেকে বেশি ক্ষতি করবে বলে জানিয়েছিলেন।

স্টকহোমে সোমবার অর্থনীতিতে নোবেল ঘোষণার মুহূর্ত। -এপি

সোমবার অভিজিতের নোবেল প্রাপ্তির খবর সামনে আসতেই উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস শিবির। রাহুল তো বটেই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীও অভিজিৎকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দীর্ঘ টুইট করেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও তাঁর পরামর্শে উপকৃত হওয়ার কথা টুইটে জানিয়েছেন। অবশ্য, রাহুল এই সুযোগে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

রাহুল লিখেছেন, "অর্থনীতিতে নোবেল জয়ের জন্য অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা। তিনি ন্যায়-এর রূপরেখা তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন। যার মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা ছিল। তার বদলে এখন আমাদের কাছে 'মোদিনমিকস' রয়েছে। যা অর্থব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং দারিদ্র্যকে উৎসাহ দিচ্ছে।" কংগ্রেসের দলীয় টুইটার হ্যান্ডেল থেকেও অভিজিতকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। কেজরিওয়ালও টুইটে করেছেন, "অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পদপ্রদর্শক কাজের জন্য দিল্লির সরকারি স্কুলের লক্ষ লক্ষ শিশুলাভবান হয়েছে। দিল্লি সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংস্কার করেছে তার মধ্যে একটি চ্যালেঞ্জ সরকারি স্কুলের শ্রেণীকক্ষের প্রশিক্ষণের চেহারা বদলে দিয়েছে। যা তাঁর দ্বারা বিকশিত মডেলের উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।"

রাহুল গান্ধী শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, অভিজিৎ ন্যায়ের রূপরেখা তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা ছিল। তার বদলে এখন আমাদের কাছে 'মোদিনমিকস' রয়েছে। যা অর্থব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

পাক সফর

পাঁচদিনের পাক সফর শুরু কেট-উইলের

১০

সংবাদ প্রতিদিন

কফিHouse

বস্টন টু বেহালা

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৮ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বুধবার | ১৬ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৪° সর্বাধিক

১২ পাতা

বাড়ি ফেরার সময় এগোলেন অভিজিৎ

গৌতম ব্রহ্ম

নাড়ির টান বলে কথা! সারা দুনিয়া পিছু টানলেও শিকড়ের আকর্ষণ কি রোখা যায়!

যায়ওনি। বরং ২২ অক্টোবর নির্ধারিত সময়ের আগেই কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে সেদিন তাঁর সন্ধে সাতটার কলকাতা ফ্লাইটে চড়ার কথা ছিল। সেই মতো টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। ইতিমধ্যে সোমবার নোবেলপ্রাপকের তালিকায় নাম উঠে এক লহমায় জীবনটা বেবাক বদলে গিয়েছে। অর্থনীতিবিদ থেকে সিলিব্রিটি হয়ে উঠেছেন। সেকেন্ডের জন্যও মুঠোফোন নীরব থাকছে না, ইন-বক্স উপচে পড়ছে অভিনন্দনবার্তায়।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রনায়ক থেকে ছোটবেলার বন্ধু, সবাই চাইছেন একবারটি কথা বলতে।

'ভিভিআইপি'র তকমা লেগে গেলেও মানুষটা কিন্তু বদলে যাননি। দিল্লিতে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বাতিলও করেননি। পাশাপাশি এগিয়ে এনেছেন কলকাতা আগমনের সময়সূচি। সন্ধে সাতটার বদলে বিকেল পাঁচটার কলকাতা ফ্লাইটের টিকিট কেটেছেন। আবাল্যপরিচিত শহরের বন্ধুবান্ধব, সর্বোপরি মায়ের সঙ্গে অন্তত দুটো ঘণ্টা বাড়তি সময় কাটানোর তাগিদে। নোবেলজয়ীকে নিজেদের মধ্যে পাবেন জেনে দিল্লির আয়োজকরা যেমন উৎফুল্ল, ঘরের ছেলে আগেই আসছে শুনে পরিবার ও সুহৃদমহলেও উৎসবের ছোঁয়া লেগে গিয়েছে।

অভিজিৎবাবুর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার জানালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একদিনের জন্য কলকাতায় আসছে ছেলে। এও বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়, দু'জনেই ফোন করেছেন। অভিজিৎকে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু এমআইটি-র ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক অধ্যাপকের তো বাঁধা সূচি! তাই রাজ্যপালই সপ্তপর্ণীর ফ্ল্যাটে গিয়ে অভিজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আগেই গিয়ে নির্মলাদেবীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন।

এদিন সপ্তপর্ণীর ন'তলায় বসে বারবার নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলেন নির্মলাদেবী। জানালেন, অর্থনীতি ছাড়াও আরও একটা বিষয়ে অভিজিৎ তাঁর মতো। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ভক্ত। র‍্যাকের পাঁচটি তাকে থরে থরে সাজানো রাশিদ খান, কিশোরী আমনকর, আমির খাঁ, ভীমসেন যোশী। মারু বেহাগ থেকে বাগেশ্রী, টোরি থেকে কৌশিকী কানাড়া, সবার সঙ্গে

পাঁচের পাতায়

বাড়ি ফেরার সময় এগোলেন

একের পাতার পর

পরিচয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের। যে কোনও সন্ধ্যায় ৮৬এফ ফ্ল্যাটে কান পাতলেই শোনা যাবে ধ্রুপদী আলাপ, তান, বিস্তার। অভিজিৎবাবু রাঁধতে ভালবাসেন। হরেক দেশের রেসিপি মুখস্থ। কাছে থাকলে মাকে হেঁশেলে ঢুকতে দেন না। "ওর হাতের সুজির হালুয়ার জবাব নেই"— হাসতে হাসতে বললেন গর্বিত মা।

ঘরের ছেলে ও বউমার যুগপৎ নোবেলজয়ে সপ্তপর্ণীর আবাসিকরাও বেজায় খুশি। এদিন আবাসনের তরফে নির্মলাদেবীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অভিজিৎবাবুকেও সংবর্ধনার তোড়জোড় চলছে। এ জন্য ওঁর কাছে আধ ঘণ্টা সময় চাওয়া হবে। নির্মলাদেবীর কথায়, "ছেলেকে বলব। দেখি, ওর কী শিডিউল। পারবে কিনা জানি না।"

এদিন ছেলের কথা বলতে গিয়ে বারবার নস্টাজিক হয়ে পড়ছিলেন নির্মলাদেবী। জানালেন, ছ'মাসের অভিজিৎকে নিয়ে স্বামী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি ব্রিটেনে গিয়েছিলেন। ছোট থেকেই ছেলে ভীষণ জেদি। খেতে চাইত না, ঘুমাতে চাইত না। পান থেকে চুন খসলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত। বড় হয়ে অনেক শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু জেদটা আগের মতোই রয়ে গিয়েছে। "আমি জন্মসূত্রে মারাঠি। বাংলা জানতাম না। ছেলের সঙ্গেই বাংলা শিখেছি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পড়েছি"— বলেন নির্মলা। ২২ অক্টোবর দিল্লিতে একটি পুস্তক প্রকাশের অনুষ্ঠান। তারপর 'আইসিএমআর' ও 'লিভার ফাউন্ডেশন'-এর যৌথ বৈঠক। দুই কর্মসূচি সেরে সন্ধের উড়ানে কলকাতা আসার কথা ছিল অভিজিতের। কিন্তু ফ্লাইটের সময় এগিয়ে আনার অনুরোধ জানিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে তিনি লিভার ফাউন্ডেশনকে মেসেজ করেন। লিভার ফাউন্ডেশনের সচিব ডা. অভিজিৎ চৌধুরি এদিন বলেন, "আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, উনি প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে না দেন! আসবেন জেনে আনন্দ আরও বেশি হচ্ছে।" এদিকে অভিনন্দনের স্রোত অব্যাহত। নোবেলজয়ীর স্কুল সাউথ পয়েন্টের তরফে এদিন বিকেলে একটি পেল্লায় কেক ও ফুলের স্তবক পৌঁছে দেওয়া হয় কৃতী প্রাক্তনীর বাড়িতে। একদা অভিজিতের সহপাঠী তথা সাউথ পয়েন্টের শিক্ষক শর্মিলা দে সরকার জানিয়েছেন, ২০২০-র পুনর্মিলন উৎসবে অভিজিতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পাক সফর

পাঁচদিনের পাক সফর শুরু কেট-উইলের

১০

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House

বস্টন টু বেহালা

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৮ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বুধবার | ১৬ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৪° সর্বাধিক

১২ পাতা

নোবেলজয়ী অভিজিৎকে সংবর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার: অর্থনীতিতে নোবেল জয় করে বাংলার গরিমা বাড়িয়েছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এ নিয়ে সরকারি তরফে এক দফা আলোচনাও সারা হয়েছে। নোবেলজয়ী কলকাতায় ফিরলে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা সরকারের। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। নিঃসন্দেহে এটা বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গর্বের বিষয়।"

অভিজিৎবাবুর গবেষণার বিষয় গরিব মানুষকে ঘিরে অর্থনীতি। গরিবের হাতে টাকা পৌঁছনোর পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। বলেছেন, গরিবকে স্বচ্ছল করতে হবে। এই বলিষ্ঠ মতবাদকে সম্মান জানিয়ে আগেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজিৎবাবু প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টরও ছিলেন। গরিবদের হাত শক্ত করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীও। সে কথা উল্লেখ করে এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, "তাঁর (অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়) বইয়ের যে বিষয়বস্তু তা সম্পূর্ণ মানুষকে ঘিরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিও একেবারেই মানুষকে নিয়ে। বিষয়টি অত্যন্ত সুখের, আনন্দের। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের মেন্টর করেছিলেন।"

ফলে সব মিলিয়ে গরিবদের হাতে টাকা আসা নিয়ে গবেষণা এবং এর জেরেই অর্থনীতিতে বাঙালির ফের নোবেল জয় সত্যিই বাংলার কাছে বড় গর্বের বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়টি ভেবেছে রাজ্য সরকার। এবং নোবেলজয়ী কলকাতায় ফিরলেই তা করার কথা জানানো হয়েছে। তবে কীভাবে গোটা বিষয়টি সম্পন্ন হবে, তা আগামিদিনে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পাক সফর
পাঁচদিনের পাক সফর শুরু কেট-উইলের
১০

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House
বস্টন টু বেহালা
৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৮ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা বুধবার | ১৬ অক্টোবর ২০১৯
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৪° সর্বাধিক
১২ পাতা

সেদিনের স্মৃতিচারণায় লিভার ফাউন্ডেশনের শিক্ষকরা

বীরভূমে সমীক্ষার সময় অভিজিৎ ঠিক যেন ছাত্র

নন্দন দত্ত ● সিউড়ি

কারও কাছে মনোযোগী ছাত্র, কারও কাছে পড়শির লাজুক ছেলে, কারও কাছে আবার জীবনের আদর্শ। নোবেল পাওয়ার পর অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সুদূর আমেরিকায় ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বাংলায় লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করছিলেন, তখন সিউড়ির লিভার ফাউন্ডেশনের শিক্ষক-ছাত্ররা যেন ফিরে গিয়েছিলেন সেই দিনগুলিতে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল। যখন সমীক্ষার কাজে এই মানুষটিই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতেন সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন সবকিছু। ছাত্রদের সঙ্গে বসে চুপচাপ শুনতেন রোগী-ডাক্তারের কথোপকথন। কখনও সখনও নিচু গলায় দু'একটা বলতেন।

সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে স্বাস্থ্য পরিষেবক নিয়ে তখন ক্লাস নিতেন চিকিৎসক শৈবাল মজুমদার। অভিজিৎবাবুর কথা বলতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক যেমন হয়েছিলেন সমীক্ষা প্রকাশের দিন কলকাতায় এই অভিজিৎবাবুর কথা শুনে। শৈবালবাবু বললেন, "সমীক্ষাপত্র প্রকাশের সময় কলকাতায় সঙ্ঘমিত্রা ঘোষের সামনে বলছেন, জানেন এঁরা খুব ভাল পড়ান। আমি ওঁর ক্লাস করেছি। তখন খুব লজ্জিত লাগছিল।" আসলে সিউড়ি লিভার ফাউন্ডেশনের প্রাণ পুরুষ অভিজিৎ চৌধুরি গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবক তৈরিতে সমাজে কী প্রভাব পড়ছে তার নিরিক্ষণের জন্য ওনার সংস্থাকে দায়িত্ব দেন। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বব্যাঙ্কের জিষ্ণু দাস ও অভিজিত চৌধুরী তিনজন সমীক্ষাপত্র প্রকাশ করেন। সংস্থার কর্মী মিলন মণ্ডল জানান, সাঁইথিয়া, লাভপুর, ও ইলামবাজার ব্লক নিয়ে ওই সংস্থা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। আর এই সমীক্ষা চালানোর সময় একেবারে যেন ছাত্র বনে যেতেন আজকের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎবাবু, বলছেন সাঁইথিয়া ব্লকের মহম্মদ ফতেনুশ। "তাঁর কাজের সমীক্ষা করতে পাড়ুই বাসস্ট্যান্ডের চেম্বারে সারাদিন ধরে বসে বসে সবকিছু লক্ষ্য করতেন তিনি। উনি চিকিৎসক নন, কিন্তু

সিউড়িতে সমীক্ষার সময় নিজের টিমের সঙ্গে অভিজিৎ। —ফাইল চিত্র

আমার ৩০ বছরের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। আমি জেনেছিলাম অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কখন ও কেন ব্যবহার করতে হয়।" শুধু

মহম্মদ ফতেনুশ বলেন, "কাজের সমীক্ষা করতে পাড়ুই বাসস্ট্যান্ডের চেম্বারে সারাদিন ধরে বসে বসে সবকিছু লক্ষ্য করতেন তিনি। উনি চিকিৎসক নন, কিন্তু ৩০ বছরের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। আমি জেনেছিলাম অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কখন ও কেন ব্যবহার করতে হয়।"

পর্যবেক্ষণ নয়, সমীক্ষার জন্য রোগী সেজে গ্রামের কোয়াকদের কাছেও গিয়েছেন তিনি, একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চিকিৎসার তফাত খুঁজতেন। কাজের এই সুক্ষ্মতা ও শোনার অভ্যাসই তাঁকে অনন্য করেছে, নোবেলবিজয়ী করেছে বলে মনে করছেন ফাউন্ডেশনের শিক্ষকরা। লাভপুরের লাবণ্য ভট্টাচার্য শোনালেন অন্য এক অভিজ্ঞতা। "ভাবছি, এই মানুষটির সামনে কলকাতা ইরানি হাউসে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। দাবি তুলেছিলাম, গ্রামের মুদির দোকানে চাল ডাল না পাওয়া গেলেও কমপক্ষে দশ রকম ওষুধ পাওয়া যায়। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। উনিই আমাদের প্রথম বলেছিলেন, মুক্ত শৌচে মাঠে ঘাটে মানুষদের মল-মূত্র ত্যাগ বন্ধ করতে হবে। তাই সরকারি নির্মলতার প্রচারের বহু আগেই আমার রোগীদের মধ্যে আমি শৌচাগার ব্যবহারের কথা বলি।" ইলামবাজার ব্লকের কয়রা গ্রামের সঞ্জিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি গ্রামীন স্বাস্থ্য সেবকের পরিবর্তে এখন প্রাথমিক শিক্ষক। তবে তাঁর চোখের সামনে ভাসছে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ,তাঁর কথা। তাঁর কথায়, "তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার আছে। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা কতটা তাও বাতলে দেন তিনি। বিদেশে অত বড় মাপের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সরলতা আমার জীবনে পাথেয় করেছি। ছাত্রদের মধ্যেও আমি আজও অভিজিৎ বিনায়কের আদর্শ জাগিয়ে রাখতে চাই।"

পাক সফর

পাঁচদিনের পাক সফর শুরু কেট-উইলের

১০

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House

বস্টন টু বেহালা

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৮ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বুধবার | ১৬ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৪° সর্বাধিক

১২ পাতা

উপাচার্যকে ঘেরাও-ধরনা, তিহারে কাটান অভিজিৎ

নয়াদিল্লি : যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। তেমনই যিনি অর্থনীতির উজ্জ্বল ছাত্র ও অধ্যাপক-গবেষক, তিনি যে ছাত্র রাজনীতি করতে পারবেন না এমন কোনও কথা নেই। আর তা করতে গিয়ে ১২ দিন কুখ্যাত তিহার জেলে কাটাতে হয়েছিল এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ১৯৮৩-র মে মাস। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ত করার ঘটনার প্রতিবাদে উপাচার্যকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঘেরাও করেন অভিজিতরা। অভিজিৎ-সহ প্রায় ৩৬০ জন ছাত্রছাত্রীর ঠিকানা হল তিহার জেল। যাঁদের মধ্যে ৫০ জন মহিলাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে খুনের চেষ্টার মতো মারাত্মক অভিযোগও আনা হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। এর কিছুদিন পরেই ছিল শেষ সেমেস্টারের পরীক্ষা। উপাচার্যকে ঘেরাও ও পুলিশের সঙ্গে ঝামেলার বিষয়টি সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না করলে সে বছরের শেষের দিকে অভিজিতের হার্ভার্ডে পিএইচডি করতে যাওয়াও হত না। সেটাই ছিল জেএনইউ-তে অভিজিতের শেষ বছর। পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, কলকাতা থেকে ছুটে আসতে হয়েছিল অভিজিতের উদ্বিগ্ন বাবা-মাকেও। ঘটনাচক্রে যে গোষ্ঠী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও। ২০১৬-য় একইভাবে দেশদ্রোহের অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছিল জেএনইউ-এর সভাপতি কানহাইয়া কুমার-সহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে। উত্তাল হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। সে সময় জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে নিজের গ্রেফতারি এবং অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন অভিজিৎ। সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন, ‘‘আমাদের রীতিমতো পেটানো হয়েছিল। তারপরে তিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল আমাদের নামে। এমনকী, খুনের চেষ্টার ধারাতেও মামলা দেওয়া হয়। ঈশ্বরের কৃপায় পরে সেই ধারা তুলে নেয় পুলিশ। কিন্তু ১২ টা দিন তিহার জেলেই রাত্রিবাস করতে হয়েছিল সে বার।’’ ২০১৬ সালের জেএনইউ-তে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তাই নিয়েই ছিল অভিজিতের ওই কলম। নিজের লেখায় অতীত তুলে এনে এই ধরনের ঘটনাকে ‘রাষ্ট্রের গা-জোয়ারি’ বলেও উল্লেখ করেন অভিজিৎ বিনায়ক। তাঁর মতে, ১৯৮৩ বা ২০১৬, দু’বারই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুরক্ষিত পরিসর আর নিরাপদ থাকেনি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে।

পাক সফর

পাঁচদিনের পাক সফর শুরু কেট-উইলের

১০

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House

বস্টন টু বেহালা

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৮ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বুধবার | ১৬ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৪°/৩৪° সর্বাধিক ১২ পাতা

বস্টন

চুপচাপ বসে শান্তনুদার গান শুনতেন

নোবেলজয়ী **অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**-কে নিয়ে ফোনে বললেন মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক **সুমন ঘোষ**

দক্ষিণ কলকাতার সেই আড্ডাটা

অভিজিৎদার বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টের কিংবদন্তি শিক্ষক ছিলেন। মুকুল মজুমদার, দেবরাজ রায়, মৈত্রেশ ঘটকের মতো বিখ্যাত ছাত্র দীপকবাবুর হাত থেকে বেরিয়েছে। আমার শিক্ষক ছিলেন দীপকবাবু। অভিজিৎদাকেও উনি পড়িয়েছেন। দীপকবাবুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে? না, অমর্ত্য সেন। দু'জন সমসাময়িক। ওঁদের বন্ধুত্ব কত গভীর আমি দেখেছি। আমি জানি দীপকবাবুর বাড়িতে ওঁদের নিয়মিত আড্ডা বসত। অমর্ত্যদা সেই আড্ডায় আসতেন। অমর্ত্যদার কাছে, দীপকবাবুর কাছে আমি সেই আড্ডার গল্প প্রচুর শুনেছি।

ভাবলে স্তম্ভিত লাগে যে, দক্ষিণ কলকাতার একটা বাড়িতে আড্ডা হচ্ছে, আর সেখান থেকে কিনা কুড়ি বছরের মধ্যে দু'টো নোবেল প্রাইজ বেরোল!

তোমার অভিজিৎ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন

অভিজিৎদা সংগীত খুব ভালবাসেন। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সংগীতের দারুণ ভক্ত। তার উদাহরণ এই সেদিনও পেয়েছি।

কীভাবে? আমার পরিচালিত ছবি 'আধার'-এর মিউজিক করছে শান্তনু মৈত্র। একদিন লাঞ্চ করতে করতে মুম্বইয়ে শান্তনুদার সঙ্গে আড্ডা হচ্ছিল। শান্তনুদা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা অভিজিৎ ব্যানার্জি কে? উনি কী নিয়ে কাজ করছেন?" আমি বললাম, কেন জিজ্ঞেস করছ? শুনলাম, মুম্বইয়ে কোনও কাজে এসেছিলেন অভিজিৎদা। তখন উনি শান্তনুদাকে কনট্যাক্ট করেন। বলেন, আপনি যখন মিউজিক রেকর্ড করবেন, তখন আমি আপনার বাজনা একটু শুনতে চাই। শান্তনুদা বলল, "বেশ কয়েকদিন ভদ্রলোক রেকর্ডিং স্টুডিওতে এসেছেন। চুপচাপ বসে আমার রেকর্ডিং শুনতেন। কোনও কথা বলতেন না। গান শুনে চুপচাপ বেরিয়ে যেতেন।"

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কে, সেটা শান্তনুদা জানত না। ও শুধু জানত যে, অভিজিৎদা এমআইটি-তে পড়ান। আমি শান্তনুদাকে বললাম, আরে এ তো বিরাট বড় মানুষ। নোবেল পাওয়ার দাবিদার। শান্তনুদা তো শুনে অবাক। আসলে ওঁর কাজটা যে কত বড়, সেটা অভিজিৎদা কোনওদিন কাউকে বুঝতে দেননি।

ঘোষণাটা শুনেই আমি শান্তনুদাকে টেক্সট করলাম, তোমার সেই অভিজিৎ ব্যানার্জি নোবেল প্রাইজ জিতলেন!

ল্যাবরেটরিটাকে মাঠে নিয়ে গেছেন অভিজিৎদা

অভিজিৎদা, ওঁর স্ত্রী এসথার আর মাইকেল ক্রেমারের কাজের একটা বড় দিক হল, এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজা। ঠান্ডা ঘরে বসে পলিসি তৈরি করার পুরনো প্রথা ভেঙে নানা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রবলেম সলভ করা। যেন তাঁরা ল্যাবরেটরিটাকেই নিয়ে গিয়েছেন মাঠে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখন এটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। এর কার্যকারিতাও দারুণ।

পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব

অর্থনৈতিক ভাবনার ইতিহাসে দুই বাঙালির অবদান বিশ্বে কত গভীর, ভাবলে গর্ব লাগে। অমর্ত্যদার কাজের সিংহভাগ ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্স নিয়ে হলেও দারিদ্র নিয়ে ওঁর প্রচুর মৌলিক ভাবনা রয়েছে। 'সেন'স পভার্টি ইনডেক্স' বলে একটা মাপকাঠি আছে, যা দিয়ে দারিদ্রকে মাপা হয়। আটের দশকে এটা অমর্ত্যদার গবেষণার একটা বড় দিক ছিল। কিন্তু তার পরের কয়েক দশক ডেভলপমেন্টাল ইকনমিক্স একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিল। অভিজিৎদাদের কাজ সেটাকে আবার মূলস্রোতে নিয়ে এল। অভিজিৎদার কাজের একটা বড় দিক 'র‌্যানডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালস'। সহজ করে বললে, বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের ধাঁচে দারিদ্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে তা দূরীকরণের পদ্ধতি বের করা। অভিজিৎদাদের বক্তব্য ছিল, পৃথিবীর সব জায়গায় দারিদ্রের কারণ এক নয়। কেনিয়ার মানুষ যে কারণে দরিদ্র, ভারতীয়রা সেই কারণে নয়। ওঁরা মাইক্রো লেভেলে ভাবতে শুরু করেন সমস্যাটা নিয়ে। এবং আবিষ্কার করেন, নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্টভাবে দারিদ্রের মোকাবিলা করা যায় ট্রায়াল বা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে। এটা দিলে কী হয়? এটা সরিয়ে নিলে কী হয়?

> এমন বিপন্নতার করিডরে অভিজিৎদার নোবেল বাঙালিকে আশা দেবে যে, সব বিভাগে বাংলার ইন্টেলেকচুয়াল অবনতির ধারা এবার পাল্টানোর দিকে। কে বলতে পারে ওঁর এই নোবেলজয় চাকাটা আবার ঘুরিয়ে দিল না

এভাবে ট্রায়াল করতে করতে কেনিয়ায় কাজ করেন অভিজিৎদারা। ওঁদের মডেল খুব এফেক্টিভলি ব্যবহার করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। রাষ্ট্রপুঞ্জ-ও লক্ষ্য স্থির করে যে, এই শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বদারিদ্র অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। এতে অভিজিৎদাদের কাজ অনেক লাভদায়ক হয়। এমআইটি-তে ওঁদের একটা পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব আছে। যার অন্যতম সৃষ্টিকর্তা অভিজিৎদা। সেই ল্যাবেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

বাঙালির রেনেসাঁ

অস্বীকার করে লাভ নেই যে সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে বাঙালির প্রচুর অবনতি হয়েছে। কেন হয়েছে, সেই কারণে যাচ্ছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, অমর্ত্য সেন বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বা অপর্ণা সেনের প্রজন্মের যে ইন্টেলেকচুয়ালরা বাঙালিদের গর্ব, সেই ব্যাপারটা এখন বাংলায় বিশেষ নেই। শুধু নিজের বিষয় নয়, বিশ্বের সব বিষয়ের প্রতি একটা আগ্রহ, একটা জ্ঞান— এটা আমার কাছে 'রেনেসাঁ বেঙ্গলি'। মানে শুধু ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া নয়। তার মধ্যে চিন্তার একটা প্রসার, একটা বিশ্বজনিন ব্যাপ্তি থাকবে। এই ব্যাপারটা বাঙালির মধ্যে ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। এমন বিপন্নতার করিডরে অভিজিৎদার নোবেল বাঙালিকে আশা দেবে যে, সব বিভাগে বাংলার ইন্টেলেকচুয়াল অবনতির ধারা এবার পাল্টানোর দিকে। কে বলতে পারে ওঁর এই নোবেলজয় চাকাটা আবার ঘুরিয়ে দিল না?

ত্যাগ

প্রিয়াঙ্কার জন্যই ছবিতে না রাজকুমার রাওয়ের

৯

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House

স্মিতার জন্য আজও শোক

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৯ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বৃহস্পতিবার | ১৭ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর মায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার। —প্রতিদিন চিত্র

অভিজিৎকে রাজ্যের কাজে চান মমতা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পের কাজে অর্থনীতিতে সদ্য নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মা অর্থনীতির গবেষক নির্মলাদেবীকে যুক্ত করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যখন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সপ্তপর্ণী আবাসনে আসেন, তখন বিকেল পাঁচটা। আবাসনের বাসিন্দাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর প্রতীক্ষায়। জড়িয়ে ধরেন কেউ কেউ। মমতা সেখানে ঘরের মেয়ে। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের সুবাদে তাঁর খুব চেনা এই আবাসন। অভিজিৎবাবুর মাও সেই মমতাকে কাছে পেয়েই জুড়ে দিলেন গল্প। গল্প হল, গানও হল। সেই সঙ্গে উঠে এল রাজ্যের কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, রূপশ্রী প্রকল্পের কথা। নির্মলাদেবীও অনেকটাই জানেন, খবর রাখেন। কিন্তু অনেকটা জানেনও না। বললেন, “তোমরা এত কাজ করছ, সব তো জানাই যায় না।” তখনই মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিলেন, কৃষি-সহ কিছু দফতরের সচিবরা যেন অভিজিৎবাবু ও নির্মলাদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। বর্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপনবাবুও যে অভিজিৎবাবুর মতোই একই বছরে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। দু'জনের মধ্যে আলাপ-বিতর্ক হত।

৪০ মিনিট সময় ঝড়ের মতোই চলে গেল সপ্তপর্ণীর ন'তলায়। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গেয়ে উঠলেন ‘প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে’। গাইলেন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গানও। গলা মেলালেন নির্মলাদেবী-সহ প্রায় সবাই। তখন আড্ডায় একদম ঘরোয়া পরিবেশ। এবার যেন অনেকটা সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কিছুটা অনুযোগের সুর নোবেল বিজয়িনীর মায়ের গলায়। ক্ষোভ, “আমি নাকি ভাল বাংলা বলতে পারি না!” জড়িয়ে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, “আপনি তো আমার চেয়েও ভাল বাংলা বলেন। এদের কথা ধরবেন না। আমাদের গঠনমূলক কাজ করে যেতে হবে।” আপ্লুত নির্মলা দেবী। সাংবাদিকদের বললেন, “মুখ্যমন্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী আর সোজা।” এবার মমতা আবদার করলেন, “মাসিমা, আপনাকেও রাজ্য সরকারের কাজের সঙ্গে থাকতে হবে।”

আলিপুরের সৌজন্য-এও সাংবাদিক সম্মেলনে উঠে এসেছিল সৌরভ-অভিজিতের গর্বের কথা। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি অভিজিতের মায়ের কাছে যাব। সৌরভের সঙ্গে কথা হয়েছে এসএমএসে। ও তো ঘরের ছেলে।

পাঁচের পাতায়

অভিজিৎকে রাজ্যের কাজে

একের পাতার পর

এই দুটো ঘটনা বাংলার জন্য গর্বের। অভিজিৎবাবুর সঙ্গে কথা বলে সময় মতো সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ওঁদের তো প্রতিদিন সংবর্ধনা দিতে পারলে খুশি হব।” এর পরেই তিনি চলে যান অভিজিৎবাবুর বাড়ি। ছিলেন কলকাতার নগরপাল অনুজ শর্মাও। ছিমছাম ফ্ল্যাটে মুখ্যমন্ত্রীকে মিষ্টি খাওয়ান বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। প্রতিবেশী কৃষ্ণা দেবী ও সাইকোলজিস্ট সুদেষ্ণা চট্টোপাধ্যায়রাও আপ্যায়ন করেন। মা নির্মলাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, “ভবিষ্যতে যখন যেভাবে পারব রাজ্যের উন্নয়নে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ নেব। তিনি যখন কলকাতায় আসবেন, তাঁর সময় অনুযায়ী তাঁকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে শামিল করার চেষ্টা করব। রাজ্যের শিক্ষা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পকে আরও ভালভাবে কী করে রূপায়ণ করা যায়, সেই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব।” উল্লেখ্য, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্সির জন্য মেন্টর গ্রুপ তৈরি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মেন্টর গ্রুপের অন্যতম সদস্য ছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। নোবেল পাওয়ার দিনই দেশের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজিতের আগে থেকে দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র নিয়ে কাজ করে চলেছেন নির্মলা দেবীও। তাঁর কাজকেও স্বীকৃতি দিয়ে, তাঁদের সঙ্গে কৃষি, শিক্ষা, ও উন্নয়নের কাজ নিয়েও আলোচনা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছেন নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে তাঁরাও আগ্রহী বলে জানিয়েছেন।

ত্যাগ
প্রিয়াঙ্কার জন্যই ছবিতে
না রাজকুমার রাওয়ের
৯

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House
স্মিতার জন্য
আজও শোক
৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৯ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা বৃহস্পতিবার | ১৭ অক্টোবর ২০১৯
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৩° সর্বাধিক
১২ পাতা

দেওয়ালে বসানো হবে অমর্ত্য ও অভিজিতের মুখাবয়ব

দুই প্রাক্তনীর নোবেল জয়ে ‘ওয়াল’-এ শ্রদ্ধা প্রেসিডেন্সির

স্টাফ রিপোর্টার : নোবেলজয়ী প্রাক্তনীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের। এবার প্রেসিডেন্সির দেওয়ালে বসানো হবে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখাবয়ব। পাশে থাকবে অপর এক প্রাক্তনী অমর্ত্য সেনের মুখের স্কেচও। বৃহস্পতিবার বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপাচার্য। প্রেসিডেন্সির আগামী সমাবর্তনে এবছর নোবেলজয়ী তিন অর্থনীতিবিদকে ডিলিট দেওয়ার ভাবনাচিন্তাও চলছে। এই মর্মে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বোর্ডে।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগে বৈঠক ছিল। উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধানরা। বৈঠক শেষে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া বলেন, শীঘ্রই একটা মানপত্র অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হবে। বিশেষভাবে তৈরি সেই মানপত্র পাঠানো হবে আর এক নোবেলজয়ী তথা অভিজিৎবাবুর স্ত্রী এস্থার ডুফলোকেও। রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানান, প্রতিষ্ঠানের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে গড়া ওয়াল অফ ফেমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সেখানে প্রেসিডেন্সির দুই নোবেলজয়ী প্রাক্তনীর মুখের ত্রিমাত্রিক স্কেচ গ্রহণ করা হবে।

একইসঙ্গে পুনর্নির্মাণ করা হবে অর্থনীতি বিভাগের বারান্দায় থাকা অভিজিৎবাবুর জীবনপঞ্জি। এছাড়াও অভিজিতের নোবেলজয় স্মরণে রাখতে অর্থনীতি বিভাগে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপাতত অভিজিৎবাবুকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোর পাশাপাশি সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। দেবজ্যোতিবাবুর কথায়, “বিশ্ববিদ্যালয় অভিজিৎবাবুকে সংবর্ধিত করতে প্রস্তুত। তিনি সময় দিলেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে।

বস্তুত, প্রেসিডেন্সি সেই বিরল কৃতিত্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানকার দু’জন পড়ুয়া নোবেল প্রাপকের তালিকায় নাম তুলেছেন- অমর্ত্য ও অভিজিৎ। বিষয়ও এক-অর্থনীতি। দু’ বছর আগে দু’শো বছর উপলক্ষে প্রেসিডেন্সির দেওয়ালজুড়ে ‘ওয়াল অফ ফেম’ তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ। সেই দেওয়ালে একশো প্রাক্তনীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। ওঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ রায় থেকে অমর্ত্য সেন অনেকেরই নাম রয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় এতদিন ছিল না অভিজিৎ বিনায়কের নাম। নোবেলজয়ের পর এই কৃতী প্রাক্তনীকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর এবং অমর্ত্য সেনের মুখের প্রতিকৃতি বসানোর সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে। পাশাপাশি আগামী সমাবর্তনে অর্থনীতিতে পাওয়া তিনজন নোবেলজয়ীকে ডিলিট দেওয়ার পরিকল্পনাকেও কুর্নিশ জানিয়েছেন পড়ুয়ারা।

ত্যাগ
প্রিয়াঙ্কার জন্যই ছবিতে
না রাজকুমার রাওয়ের
৯

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২৯ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা বৃহস্পতিবার | ১৭ অক্টোবর ২০১৯

কফি House
স্মিতার জন্য
আজও শোক
৭

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

● স্যরের সঙ্গে সেলফি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে অর্থনীতিবিদদের ছবিসহ পরিচয়ের মধ্যে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতিও। সেই ছবির সঙ্গে সেলফি পড়ুয়াদের। —অমিত ঘোষ

ত্যাগ

প্রিয়াঙ্কার জন্যই ছবিতে না রাজকুমার রাওয়ের

৯

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House

স্মিতার জন্য আজও শোক

৭

sangbadpratidin.in epratidin.in | ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ ৪.০০ টাকা | কলকাতা বৃহস্পতিবার | ১৭ অক্টোবর ২০১৯ | আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৩° সর্বাধিক | ১২ পাতা

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান চায় প্রেসিডেন্সি

অভিজিতের স্বভাবেই সংবর্ধনা

রিংকি দাস ভট্টাচার্য

প্রাক্তনের মুখে ‘নোবেল কথা’ শুনতে চায় বর্তমান। তবে কোনও বাহুল্য নয়, নিতান্ত ঘরোয়াভাবে ঘরের ছেলেকে সংবর্ধিত করার কথা ভাবছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮১ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হওয়া অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্ধনার আয়োজন কীভাবে করা যায়, সে বিষয়ে বুধবার পুজোর ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলতেই একপ্রস্থ আলোচনা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ, বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কমিটিতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অনুষ্ঠান হবে ছিমছাম আড়ম্বরহীন, কিন্তু আলোচনায় যথেষ্ট গভীরতা থাকবে। যা কিনা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের স্বভাবের সঙ্গে একেবারে মানানসই।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানান, “একদিকে দুশো বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, তার উপর নোবেল জয়ের মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এই পুরো উদযাপনের গুণগত মানের সঙ্গে কোনওরকম আপস করতে চায় না বিশ্ববিদ্যালয়। রেজিস্ট্রারের কথায়, একজন নোবেলজয়ী শিক্ষাবিদকে ঠিক সেভাবে সম্মান জানানো উচিত, সেভাবেই ভাবনাচিন্তা চলছে। যদিও সবটাই অভিজিৎ বিনায়ক

> **কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অনুষ্ঠান হবে ছিমছাম আড়ম্বরহীন, কিন্তু আলোচনায় যথেষ্ট গভীরতা থাকবে। যা কিনা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের স্বভাবের সঙ্গে একেবারে মানানসই।**

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক হবে জানিয়েছেন দেবজ্যোতিবাবু।

চলতি মাসের ২২ তারিখ সন্ধ্যায় কলকাতায় আসার কথা অভিজিৎবাবুর। থাকবেন দেড়দিনেরও কম সময়। ২৩ তারিখ আবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে জানিয়েছেন অভিজিৎবাবুর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই অল্প সময়ের মধ্যে অভিজিৎবাবু কতটা সময় প্রেসিডেন্সিকে দিতে পারবেন, তা নিয়ে চিন্তিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। “উনি যখন সময় দেবেন, তখনই আমরা উদযাপন করব।”—মন্তব্য রেজিস্ট্রারের।

এদিকে নোবেল-জয়ী তথা ‘সিনিয়র’-কে একবার কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখার প্রহর গুনতে শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পড়ুয়ারা। ক্লাস থেকে করিডর, ক্যান্টিন থেকে ব্যাডমিন্টন কোর্ট—বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচকানাচ এদিন কার্যত হয়ে উঠেছিল বিনায়কময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো টিভি স্ক্রিনে ভেসে যাওয়া শুভেচ্ছাবার্তা, ডিরোজিও বিল্ডিংয়ের সামনে পোস্টার বা অর্থনীতি বিভাগের দেওয়াল টাঙানো তাঁর ছবি ঘিরে পড়ুয়াদের উচ্ছ্বাস জানান দিচ্ছিল, প্রাক্তনীর কৃতিত্বে ঠিক কতটা গর্বিত তাঁরা।

অর্থনীতি বিভাগের একটি দেওয়াল বিশেষভাবে এদিন উৎসর্গ করা হয়েছে অভিজিৎবাবুকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিজিৎবাবুর অংশগ্রহণের ছবি-সহ নোবেলজয়ের পর তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন সেই দেওয়ালে তুলে ধরা হয়। অভিজিৎবাবুর সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে আরেক নোবেলজয়ী এস্থার দুফ্লোকেও। ব্যক্তিগত জীবনে অভিজিৎবাবুর স্ত্রী এস্থার গত বছর প্রেসিডেন্সিতে দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালে নির্মলকান্ত মজুমদার স্মারক বক্তব্য রেখেছিলেন অভিজিৎবাবু। উল্লেখ্য, অভিজিৎবাবুর বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন প্রেসিডেন্সিরই অর্থনীতির অধ্যাপক। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর আয়োজন করা হয় দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। মূল ভাবনা অবশ্য অভিজিৎবাবুরই। পরবর্তী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা আগামী মার্চ মাসে। এখন থেকেই সেই বিষয়ে অভিজিৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে অর্থনীতি বিভাগ। প্রেসিডেন্সির অর্থনীতির বর্তমান বিভাগীয় প্রধান মৌসুমি দত্ত জানান, বিভাগের উন্নতির জন্য সবসময় তাঁকে পাশে পেয়েছি। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি একইভাবে আমাদের সাহায্য করে যাবেন।

বিভাগীয় প্রাক্তনীর নোবেল প্রাপ্তিতে উদ্দীপ্ত অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও। প্রথম বর্ষের ছাত্রী শিবানী রায়ের কথায়, “শুনেছি অভিজিৎবাবু পদার্থবিদ্যা ছেড়ে অর্থনীতিকে বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। আমিও বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতিতে এসেছি। প্রথমটাই ভয় লাগলেও, এখন মনে হচ্ছে আমিও পারব।” নোবেল জয়ে ভীষণ খুশি এই বিভাগের আরেক পড়ুয়া ঋতম উপাধ্যায়। এ দিন ঋতম বলেন, “অমর্ত্য সেনের পরে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার বিভাগের দু’জন নোবেলজয়ী! এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পেরে আমি গর্বিত।” জীববিদ্যা বিভাগের পড়ুয়া বিদিশা শাসমল-এর বক্তব্য, অর্থনীতি খুব বেশি বুঝি না, তবে অভিজিৎবাবুর এই গবেষণা খুবই যুগোপযোগী।

সংবাদ প্রতিদিন

অমত
স্টারকিড নিয়ে মাতামাতি, গৌরী-করিনার সঙ্গে একমত নন অ্যাশ
৯

বাড়ল
আর্থিক মন্দার পরিস্থিতিতেও ৬৬ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি নাদেল্লার
১০

sangbadpratidin.in
epratidin.in
৩০ আশ্বিন ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা শুক্রবার | ১৮ অক্টোবর ২০১৯
ভিতরে পপকর্ন
মেঘলা আকাশ সর্বনিম্ন ২৫°/৩৩° সর্বাধিক
১৬ পাতা

দেওয়ালে বসানো হবে অমর্ত্য ও অভিজিতের মুখাবয়ব

দুই প্রাক্তনীর নোবেল জয়ে ‘ওয়াল’-এ শ্রদ্ধা প্রেসিডেন্সির

স্টাফ রিপোর্টার : নোবেলজয়ী প্রাক্তনীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের। এবার প্রেসিডেন্সির দেওয়ালে বসানো হবে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখাবয়ব। পাশে থাকবে অপর এক প্রাক্তনী অমর্ত্য সেনের মুখের স্কেচও। বৃহস্পতিবার বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপাচার্য। প্রেসিডেন্সির আগামী সমাবর্তনে এবছর নোবেলজয়ী তিন অর্থনীতিবিদকে ডিলিট দেওয়ার ভাবনাচিন্তাও চলছে। এই মর্মে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বোর্ডে।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগে বৈঠক ছিল। উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধানরা। বৈঠক শেষে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া বলেন, শীঘ্রই একটা মানপত্র অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হবে। বিশেষভাবে তৈরি সেই মানপত্র পাঠানো হবে আর এক নোবেলজয়ী তথা অভিজিৎবাবুর স্ত্রী এস্থার ডুফলোকেও। রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানান, প্রতিষ্ঠানের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে গড়া ওয়াল অফ ফেমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সেখানে প্রেসিডেন্সির দুই নোবেলজয়ী প্রাক্তনীর মুখের ত্রিমাত্রিক স্কেচ গ্রহণ করা হবে।

একইসঙ্গে পুনর্নির্মাণ করা হবে অর্থনীতি বিভাগের বারান্দায় থাকা অভিজিৎবাবুর জীবনপঞ্জি। এছাড়াও অভিজিতের নোবেলজয় স্মরণে রাখতে অর্থনীতি বিভাগে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপাতত অভিজিৎবাবুকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোর পাশাপাশি সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। দেবজ্যোতিবাবুর কথায়, “বিশ্ববিদ্যালয় অভিজিৎবাবুকে সংবর্ধিত করতে প্রস্তুত। তিনি সময় দিলেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে।

বস্তুত, প্রেসিডেন্সি সেই বিরল কৃতিত্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানকার দু’জন পড়ুয়া নোবেল প্রাপকের তালিকায় নাম তুলেছেন- অমর্ত্য ও অভিজিৎ। বিষয়ও এক-অর্থনীতি। দু’ বছর আগে দু’শো বছর উপলক্ষে প্রেসিডেন্সির দেওয়ালজুড়ে ‘ওয়াল অফ ফেম’ তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ। সেই দেওয়ালে একশো প্রাক্তনীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। ওঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ রায় থেকে অমর্ত্য সেন অনেকেরই নাম রয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় এতদিন ছিল না অভিজিৎ বিনায়কের নাম। নোবেলজয়ের পর এই কৃতী প্রাক্তনীকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর এবং অমর্ত্য সেনের মুখের প্রতিকৃতি বসানোর সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে। পাশাপাশি আগামী সমাবর্তনে অর্থনীতিতে পাওয়া তিনজন নোবেলজয়ীকে ডিলিট দেওয়ার পরিকল্পনাকেও কুর্নিশ জানিয়েছেন পড়ুয়ারা।

উত্তরসূরি
দেশের প্রধান বিচারপতি গগৈ উত্তরসূরি হিসাবে বিচারপতি বোবড়ের নাম দিলেন
৯

সংবাদ **প্রতিদিন**

কফি House
বাঙালি কাঁকড়া বনাম নোবেল
৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in
১ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা শনিবার | ১৯ অক্টোবর ২০১৯
ভিতরে আমি
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩৪° সর্বাধিক
১৬ পাতা

নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরলেন নয়াদিল্লিতে

নীরবেই দেশে অভিজিৎ

গৌতম ব্রহ্ম • নয়াদিল্লি

একেবারেই লোকচক্ষু এড়িয়ে দেশে ফিরলেন সদ্য নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নিউ ইয়র্ক থেকে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে যখন তিনি নামলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর মতো কেউই উপস্থিত ছিলেন না। ছিলেন না পরিবারের কোনও সদস্য বা অভিজিৎবাবুর কোনও বন্ধুবান্ধব। অভ্যর্থনার কোনও ন্যূনতম আয়োজনও চোখে পড়েনি। সবার অলক্ষেই এদিন ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি ছোঁয় অভিজিৎবাবুর বিমান। যদিও অভিজিৎবাবু কোথায় উঠেছেন, কোথায় থাকবেন তা রাত পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। তা জানাও যায়নি।

অভিজিৎবাবুর ভাই অনিরুদ্ধ ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেই স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিজিতের শুক্রবার দেশে ফেরার কথা। কিন্তু তিনি কোন বিমানে ফিরেছেন এবং কোথায় উঠেছেন তা আমরা জানি না।

অনিরুদ্ধবাবু শুক্রবার রাতেই মুম্বই থেকে দিল্লি এসেছেন। তিনি এদিন বিকেলে বলেন, "কোনওভাবেই দাদার সঙ্গে গত দু'দিন ধরে যোগাযোগ করা যায়নি। তাই ভারতে ফেরা নিয়ে কোনও তথ্য তাঁদের জানা নেই। তবে দিল্লি আইআইটি বা ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারেই দাদা সাধারণত ওঠেন। এবার উনি কোথায় উঠেছেন তা জানা নেই।"

হাসিমুখে তিনি জানান, "আমরা কখনওই দাদা ও বৌদিকে আনতে বিমানবন্দরে যাইনি। নোবেল পাওয়ার পরও সেই ট্র্যাডিশন আমরা বদলাচ্ছি না। বরং আমাদের বিমানবন্দরে দেখলে দাদা চমকে যেতে পারেন।"

অনিরুদ্ধবাবু বলেন, "আমরা চাইনি, দাদাও চায় না, তাকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কোনও বাড়াবাড়ি হোক। আমি নিশ্চিত, বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফেরার পথে 'ওয়েলকাম নোবেল লরিয়েট অভিজিৎ ভি. বন্দ্যোপাধ্যায়' লেখা প্ল্যাকার্ড বা হোর্ডিং না দেখলে দাদার এতটুকু মন খারাপ হবে না।"

অবশ্য অভিজিৎবাবুর ঘনিষ্ঠ কলকাতার এক চিকিৎসক এদিন জানিয়েছেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ দিল্লিতে নেমেছেন।

উত্তরসূরি

দেশের প্রধান বিচারপতি গগৈ উত্তরসূরি হিসাবে বিচারপতি বোবড়ের নাম দিলেন

৯

সংবাদ প্রতিদিন

কফি House

বাঙালি কাঁকড়া বনাম নোবেল

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

১ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা শনিবার | ১৯ অক্টোবর ২০১৯

ভিতরে আমি

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩৪° সর্বাধিক

১৬ পাতা

বাঙালি কাঁকড়া নোবেলের চেয়েও বেশি শক্তিশালী?

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কেচ্ছা, অপপ্রচার, অপমান কি অভিজিৎ-এস্থার-তুলির প্রাপ্য? উত্তেজিত প্রশ্ন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

তখনও শুরু হয়নি সর্বব্যাপী সেলফোনের কেচ্ছাকীর্ণ কলিযুগ। ১৯৬০-এর দশক। স্ত্রী ফোন করল স্বামীকে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্বামী। স্ত্রী জানে স্বামীটি কোথায় তখন, কী কর্মে লিপ্ত! স্ত্রী স্বামীর সেই কর্মস্থানের ফোন নাম্বারও জানে। সেই ল্যান্ডলাইনে স্বামীই সাড়া দিল 'হ্যালো' বলে। আর স্ত্রী বলল, তুমি এখন যেখানে আছ, যে-কাজ করছ, সেই কাজ এখুনি বন্ধ করো ডার্লিং। প্যান্টটা তাড়াতাড়ি পরে নাও। গেট ইন্টু ইওর ট্রাউজার্স অ্যান্ড কাম হোম রাইট নাউ। তুমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছ!

এইভাবে আরম্ভ হচ্ছে আরভিং ওয়ালেস-এর সাড়া জাগানো বেস্টসেলার 'দ্য প্রাইজ'। যাঁরা বইটি আজও পড়ে উঠতে পারেননি— কী কাজে তাঁরা এতই ব্যস্ত ছিলেন ভগবানও জানেন কি না সন্দেহ— এইটুকু আশা করি তাঁরা অন্তত ওই উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি, পল নিউম্যান অভিনীত, ১৯৬৩-'৬৪ সালের 'দ্য প্রাইজ' ছবিটি দেখেছেন। এবং এই সত্যটুকু তাঁদের আশা করি বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে যাকে আমরা চরিত্রবানতা বলি, বলি ম্যাড়মেড়ে বর্ণহীন মেধাশূন্য সাংসারিকতা, তার জন্য কোনও নোবেল পুরস্কার নেই। 'দ্য প্রাইজ' উপন্যাসের প্রায় সব ক'টি চরিত্রই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত, কেউ কেমিস্ট্রিতে, কেউ ফিজিক্সে, কেউ চিকিৎসাবিদ্যায়, কেউ বা সাহিত্যে। সবাই মননশীল মানুষ, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, এবং মৌলিক ভাবনার দ্বারা তাড়িত, চালিত। তাঁরা যাপন করেন ছকভাঙা জীবন। আবিষ্কার করেন ভাবনার মৌলিক পরিসর। তাঁদের জীবন ও কাজ মিশে যায় খেলা ভাঙার খেলায়। পরিচিত খেলা তাঁরা খেলেন না। কী জীবনে। কী কাজে।

আইনস্টাইনের কথাই ধরা যাক। তিনি কি মধ্যবিত্ত ধারণায় চরিত্রবান মানুষ ছিলেন? তাহলে তাঁর প্রথম স্ত্রী মেলিভার সঙ্গে বিয়ে ভাঙল কেন? আইনস্টাইন তাঁর বউকে তো কড়াভাবে বলেছিলেন, আমার পারমিশন ছাড়া আমার ঘরে ঢুকবে না, আমার কোনও কাগজপত্রে হাত দেবে না, আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাবে না। কিচ্ছু এসে যায় না তিনি তাঁর বিবাহিত জীবনে কী করেছেন না করেছেন, তাতে। কিচ্ছু এসে যায় না তিনি তার 'তুতো' বোনের সঙ্গে সহবাস করেছেন কি না, তাতে-ও। কিচ্ছু এসে যায় না তাঁর যৌনরোগ হয়েছিল কি, তাতে-ও। কিচ্ছু এসে যায় না অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ছেলে এডুয়ার্ড বছরের পর বছর উন্মাদ-আশ্রমে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল বলে। শুধু এই সত্যটুকুই তাঁকে উত্তীর্ণ করেছে অমরত্বে যে তিনি মহাবিশ্ব সম্পর্কে এই সারাৎসারে পৌঁছতে পেরেছিলেন, $E=mc2$! মেধার এই অলৌকিক ইথারস্তরে কোনও কেচ্ছা পৌঁছয় না। সেই চেষ্টাও করেনি ইউরোপ বা আমেরিকা। কারণ সেখানের সমাজ বাঙালি সমাজের মতো কাঁকড়া বা ছারপোকার নয়।

একটি জ্যান্ত কাঁকড়াদের গামলার দিকে তাকান। দেখবেন যখনই একটি কাঁকড়া গামলা ডিঙিয়ে বাইরের স্বাধীনতায় আসতে চাইছে, তিন-চারটে কাঁকড়া তাকে ধরেবেঁধে আবার নামিয়ে আনছে গামলাবিশ্বের প্রাত্যহিক বর্ণহীন 'চরিত্রবানতায়'। কাঁকড়াদের পালাবার পথ নেই চরিত্রের বশ্যতা থেকে। ভাবনার স্বাধীনতা তাদের অস্তিত্বের শর্ত নয়। শর্ত একটিই— তারা কাঁকড়া ছাড়া, যুগ-যুগ ধরে একই রকম ম্যাড়মেড়ে কাঁকড়া ছাড়া, আর কিছু, অন্যরকম কিছুই হতে পারবে না কোনওদিন।

এসব কথা বলবার একটিই কারণ, সম্প্রতি নোবেল প্রাইজ পাওয়া বাঙালি, বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মমতম, নিষ্ঠুরতম, নির্দয়তম বাঙালি কাঁকড়াবাহিনীর শিকার হয়েছেন। বাঙালি কাঁকড়ারা যে কী বস্তু, কোন স্তরে তারা তাদের মধ্যবিত্ত ঈর্ষার তাড়নায় নামতে পারে, কীভাবে তারা কাঁকড়া থেকে বিস্ময়কর মিউটেশনে পরিণত হতে পারে ছারপোকার সাঁজোয়াবাহিনীতে, কীভাবে তাদের অক্ষৌহিনী আক্রমণ ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে টাটকা নোবেলবিজয়ী দম্পতি অভিজিৎ এবং এস্থারের ব্যক্তিগত জীবন, গত ক'দিনের ফেসবুক সেই গর্হিত কর্ম ও লজ্জার নজির বহন করছে। বোঝা গেল, তথাকথিত আধুনিক বাঙালির আধুনিকতা কতদূর কপট, মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালি মন কতখানি আধুনিক মনন ও পরিসরের পরিপন্থী।

অভিজিতের অপরাধ, তিনি তাঁর বাঙালি স্ত্রী তুলিকে ডিভোর্স করে বিয়ে করেছেন তাঁর ফরাসি ছাত্রী-বান্ধবী এস্থারকে। অভিজিতের অপরাধ, তুলির সঙ্গে বিবাহিত অবস্থায় তিনি এস্থারের প্রেমে পড়েন। অভিজিতের অপরাধ, এস্থারের গর্ভে আসে তাঁর সন্তান, যখন তুলি তাঁর স্ত্রী। এবং অভিজিতের অপরাধ, তিনি এহেন স্ত্রীর সঙ্গে রিসার্চ করে একই সঙ্গে একটি বই লেখেন ন'বছর আগে— 'পুওর ইকোনমিকস্'। এবং অভিজিতের অপরাধ, অর্থনীতিতে তাঁদের সম্পূর্ণ নতুন ভাবনার অবদানের জন্য তাঁরা যুগ্মভাবে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। আমি প্রায় নিশ্চিত, অভিজিৎ যদি জওহরলাল বা বরিস জনসন-এর মতো ইটন-স্কুলে লেখাপড়া করতেন, কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবেশের বাইরে, বাঙালি হীনমন্যতা ও অসূয়ার বাইরে, তাহলে তাঁকে এইভাবে বাঙালি ঈর্ষার শিকার হতে হত না। আমরা তো পেলাম না, অথচ যাকে আমরা শেয়াল-পণ্ডিত বলে খ্যাপাতাম সে পেয়ে গেল ফরাসি স্ত্রী এবং নোবেল পুরস্কার, এই কারণেই তাঁকে কিন্তু কাঁকড়া-গেরিলা, ছারপোকা দঙ্গলের অনাচারে বিক্ষত হতে হল! এবং অভিজিৎকে নিয়ে এই লেখা ফেসবুকে ছড়িয়ে দিতে পারল শুধুমাত্র বাঙালি কাঁকড়া আর ছারপোকারাই। লেখার ভাষায় ছত্রে ছত্রে তীব্র ঈর্ষা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেখুন:

জেএনইউ-তে যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছি, তখন অরুন্ধতী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর ডাকনাম তুলি। আমরা বেশ বন্ধু হয়ে গেলাম। খুব ভাল ছাত্রী। দুটো পিএইচডি করার পর, এমআইটি-র ডিরেক্টর হল তুলি। আমি ওর সঙ্গে অনেক আড্ডা দিয়েছি বস্টনে। এরপর বুঝতে পারলাম ওর স্বামী ওকে ঠকাচ্ছে। (হার হাজব্যান্ড ওয়াজ চিটিং অন হার)। অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, নট ওনলি হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার বাট হ্যাড আ লাভ চাইল্ড অ্যাজ ওয়েল। একটা বাচ্চাও হল। বিয়ে থেকে নয়। ভালবাসার বাচ্চা। (সেটাই তো আসল ঈর্ষার কারণ!) তারপর তো ওরা ডিভোর্স করল। এর ফলে তুলির ছেলে বিষণ্ণতায় ভুগতে লাগল। এবং অক্সফোর্ডে আত্মহত্যা করল। বছর পাঁচেক আগে তুলির সঙ্গে আবার আমার ম্যাসাচুসেটস-এ দেখা হল। কোনওভাবে জীবন কাটাচ্ছে। আর ওর স্বামী গতকাল নোবেল প্রাইজ পেয়েছে! নিয়তির কী পরিহাস ভাবুন, তুলি আর ওর স্বামীর অফিস সামনাসামনি!

অনাধুনিক মনের কী অশালীন প্রকাশ। এই হল বাঙালি কাঁকড়া। এই হল বাঙালি ছারপোকা। বেচারা তুলি, তাঁকেও ছাড়া হল না। ফেসবুকে তাঁর ছবি দিয়ে এই প্রচার করা হয়েছে:

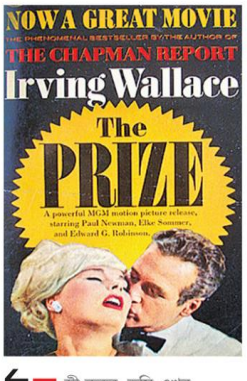

তুলি যে এমআইটি-তে এত সফল, তার কারণ তো অভিজিৎ। তুলি তো এখন এমআইটি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। খুব স্বার্থপর একগুঁয়ে মানুষ তুলি। ছেলেকে একেবারে দেখভাল করতেন না। তুলির এই ব্যাপারটা পছন্দ করেননি অভিজিৎ। এই নিয়েই খটাখটি শুরু। এর ফলেই ছেলেটা বেপরোয়া স্বাধীন জীবনযাপন করতে লাগল। মদ খাওয়া শুরু করল। ড্রাগস নিতে লাগল। ছেলেটাকে তো তুলি নিজে জোর করে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন। অভিজিৎ চাননি। তুলির জন্যই তো যত অঘটন ঘটল।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ফলে এই কেচ্ছা, অপপ্রচার, অপমান কি অভিজিৎ-এস্থার-তুলির প্রাপ্য? অভিজিৎ সত্যিই তো আন্তর্জাতিক খ্যাতির অর্থনীতিবিদ। তিনি রাতারাতি পৌঁছননি এই প্রশ্নাতীত সাফল্যে। অনেক সাধনা আর পরিশ্রম আর এষণার ফসল অভিজিৎ-এস্থারের নোবেল প্রাইজ। কিন্তু তাঁরা যেই হয়ে উঠলেন তোলপাড় সেলিব্রিটি, অমনি বাঙালি ছারপোকারা শুরু করে দিল চরিত্রহনন। পরের দিন থেকেই।

কী অনুচিত কাজ বলুন তো! অভিজিৎ-এস্থারের কীর্তি ও অবদানের গুরুত্ব বুঝতে বাঙালিকে শিক্ষায়-দীক্ষায়-জীবনবীক্ষণে-মননে আরও অনেক উদার, স্বাধীন, আধুনিক হতে হবে। বুঝতে হবে বর্ণহীন 'চরিত্র' নয়, বর্ণময় 'চারিত্র'-ই সমস্ত প্রতিভার আধার।

শার্ল বোদলেয়র এক বেশ্যাকে ভালবাসলেন সারা জীবন। সেই বেশ্যার সঙ্গে সহবাসের কারণেই এই বিখ্যাত কবি মারা গেলেন যৌনরোগে। কিন্তু ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে প্রতি রোববার সকালে চার্চে গেলে তিনি আর যাই হন, শার্ল বোদলেয়র হতে পারতেন না।

মাইকেল মধুসুদন প্রথম বউ রেবেকাকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন। নিষ্ঠুরভাবে সন্তানদেরও ছেড়ে এসেছিলেন। তারা একে একে মারা গেল। তিনি সংসার ছিন্নভিন্ন করে দিলেন হেনরিয়েটাকে ভালবেসে, তাঁর সঙ্গে সহবাসের জন্য। কোনওদিন হেনরিয়েটাকে আইনত বিয়ে করতে পারেননি। কী বলবেন, ব্যাভিচার? অনাচার? পাপ? মাইকেলের সব জীবন ভুলে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু তাঁর প্রতিভার কথা মনে রেখে ডাক দিলেন, পতাকা উড্ডীন কর, তাহাতে নাম লিখ, শ্রী মধুসূদন!

যুগে যুগে বিশুদ্ধ প্রতিভার প্রতি একটিই আহ্বান, যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকো, গেট ইনটু ইওর ট্রাউজার্স অ্যান্ড কাম ব্যাক, তোমার দুয়ার আজই খুলে গেছে সোনার মন্দিরে! আপনারা, প্রতিভাবানেরা জেনে রাখুন, আপনাদের কীর্তিই বেঁচে থাকবে। মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ছারপোকারা যাই বলুক, কাঁকড়ারা যতই টেনে নামাক, আপনাদের প্রতিভা চিরকাল মানুষের জন্যই রক্তাক্ত হতে হতে বলবে, এ পথ যেন না শেষ হয়! আমরা আছি। আমরা চিরকাল থাকব!

> স্ত্রী বলল, তুমি এখন যেখানে আছ, যে-কাজ করছ, সেই কাজ এখুনি বন্ধ করো ডার্লিং। প্যান্টটা তাড়াতাড়ি পরে নাও। গেট ইন্টু ইওর ট্রাউজার্স অ্যান্ড কাম হোম রাইট নাউ। তুমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছ! এইভাবে আরম্ভ হচ্ছে আরভিং ওয়ালেস-এর সাড়া জাগানো বেস্টসেলার 'দ্য প্রাইজ'

বাকিরা পরশ্রীকাতর, বাঙালি আত্মশ্রীকাতর

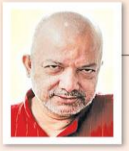

কবীর সুমন

প্রথমেই বলি, বাঙালি কাঁকড়ার এই প্রবৃত্তির শিকার আমি বহুদিন ধরেই হয়েছি। আর আজকাল অভিজিতের সঙ্গে যা হচ্ছে চারিদিকে, তা করছে কিছু ছোটলোক আর গর্দভ। হঠাৎ করে দেখছি কিছু দামড়া দামড়া লোক যেন খাপ পঞ্চায়েত বসিয়েছে। আমার প্রশ্ন, তোরা কে? তো একজন নোবেল লরিয়েটকেও তোদের স্তরে নামাতে চাস? ছোটলোক কোথাকার। আর একটা জিনিস। কলকাতাই একমাত্র শহর যেখানে বাস আর অটোর পেছনে দুটো উক্তি দেখা যায়। এক, 'দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি।' দ্বিতীয়, 'হিংসে কোরো না, চেষ্টা করো, তোমারও হবে।'

বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাঙালি কাঁকড়া বলেই এই ধরনের উক্তি লিখে আর দেখে আনন্দ পায়। শেষে বলি, বাঙালির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, বাঙালির নিজের গর্ব করার কিছু নেই। এবং এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কথাটা বলেছেন আমার এক বাংলাদেশি বন্ধু ও সাহিত্যবিদ, ফারহাদ খান। ওঁর কথায়, বাকি সবাই পরশ্রীকাতর হয়, বাঙালি হল আত্মশ্রীকাতর। তারা নিজের ভাল দেখতে পারে না।

গন্ডমুর্খ আর গাড়ল এই কাঁকড়ার দলকে একটাই কথা বলব— মর তোরা।

পাড়ার দোকানে নোবেল কিনতে পাওয়া যায় না

অপর্ণা সেন

যাঁরা অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুৎসিত ভঙ্গিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল করছেন তাঁরা কি জানেন অভিজিতের অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপ্তি? অভিজিৎ নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। কী প্রাইজ? নোবেল প্রাইজ! এটা পাড়ার দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। আর এসব কারা করছে, কেন করছে, সেটা তো জলের মতো পরিষ্কার। এগুলো হচ্ছে 'পেড ট্রোলিং'। আমি নিজেও এর শিকার হয়েছি। আমি শুধু এটাই বলব, অভিজিতের এতে কিস্সু এসে যাবে না। ওর এই অবিশ্বাস্য অ্যাচিভমেন্টের সামনে দিজ পিপল ডোন্ট ম্যাটার।

অভিজিতের সমালোচনা হচ্ছে, এটাই আশ্চর্যের

শঙ্খ ঘোষ

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নোবেল পেয়েছেন, এ খবর খুব আনন্দের। ওঁর সম্বন্ধে যে সমালোচনা হচ্ছে, এটাই খুব আশ্চর্যের। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আমার জানা নেই। তাই কোনও মন্তব্য করতে পারছি না।

কুৎসিত আলোচনা যারা করছে তাদের জন্য ঘৃণা

সুগত মারজিৎ

অভিজিতের বাবা, অর্থনীতির দিকপাল অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার ভীষণ প্রিয় মাস্টারমশাই। অভিজিৎকে আমি চিনি অনেক আগে থেকে। কিন্তু কাছ থেকে চিনি বলে প্রতিবাদ করছি না। চেনাজানা না থাকলেও একই কথা বলতাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিজিতের ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে যা হচ্ছে তা অত্যন্ত অনুচিত একটা চর্চা। আমি নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকতে পছন্দ করি না। যা শুনেছি সবই অন্যদের থেকে, তবে সেটা মিথ্যে নয়। এসব আলোচনা যত চলবে, বাঙালি হিসেবে আমাদের খামতি, অসাবধানতা তত প্রতিফলিত হবে। যে কাজের জন্য অভিজিৎ নোবেল পেয়েছে, সেটাই প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। তার বদলে কেন যে ব্যক্তিগত জীবনের দিকে মানুষের আগ্রহ মোড় নিল, কে জানে! যারা এই কুৎসিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা উচিত। নোবেল পাওয়ার পরেও যদি এমন আক্রমণের মুখে পড়তে হয়, তাহলে সত্যিই কিছু বলার থাকে না। আশা করি নিজ ঔদার্যেই অভিজিৎ এসব কথায় কান দেবে না।

সাক্ষাৎকার: ইন্দ্রনীল রায়, ভাস্কর লেট, শ্যামশ্রী সাহা

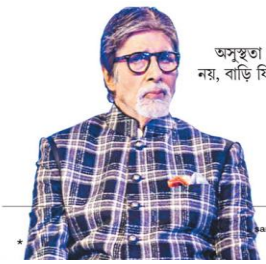

ক্ষুব্ধ
অসুস্থতা বিক্রির বিষয় নয়, বাড়ি ফিরে লিখলেন বিগ বি
৯

সংবাদ প্রতিদিন

সেঞ্চুরি
ধোনির শহরে শতরান হিটম্যানের
১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২ কার্তিক ১৪২৬
৫.০০ টাকা
কলকাতা রবিবার | ২০ অক্টোবর ২০১৯
সঙ্গে ছুটি ও রোববার ম্যাগাজিন
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৪° সর্বাধিক ১৬ পাতা

সরকারকে সবরকম সাহায্য করতে তৈরি, জানালেন নোবেলজয়ী

মোদি-অভিজিৎ সাক্ষাৎ ২২শে

গৌতম ব্রহ্ম ● নয়াদিল্লি

দেশে আসা মাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ পেলেন নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তথা ২২ অক্টোবর মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক। শুক্রবার নীরবেই দেশে পা রাখার পর শনিবার সকালেই তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় জেএনইউ ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন অভিজিৎ। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "প্রয়োজনে আমি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে সাহায্য করতে রাজি।" রাহুল গান্ধী লোকসভা ভোটে তাঁর 'ন্যায়' প্রকল্পের জন্য অভিজিতের পরামর্শ চেয়েছিলেন। যা নিয়ে কয়েকদিন ধরে কটাক্ষ চলছে বিজেপির নেতা ও মন্ত্রীদের। অভিজিৎ এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "ন্যায় প্রকল্প তৈরির সময় কংগ্রেস যোগাযোগ করেছিল। কোন খাতে কত বরাদ্দ করা উচিত, তা নিয়ে মতামত দিয়েছিলাম। এবার যদি বিজেপি পরামর্শ চায়, তাহলে পেশাদার হিসাবে তাদেরও পরামর্শ দেব। রাজনৈতিক অবস্থানের চেয়ে দেশের উন্নতি আমার কাছে সব সময় অগ্রাধিকার পায়।"

২২ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যাবেন অভিজিৎ। মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পরই নীতি আয়োগের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন অভিজিৎ। দারিদ্র দূরীকরণের পাসওয়ার্ড বাতলে দেওয়া এমআইটি অধ্যাপকের থেকে পরামর্শ নেবেন নীতি আয়োগের কর্তারা। জানা গিয়েছে, বৈঠকে অভিজিৎবাবুর ভুবনবিখ্যাত 'র‌্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল' (আরসিটি) নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বৈঠকটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত। জানা গিয়েছে 'ফ্রন্টলাইন হেলথ ওয়ার্কার'-দের ভূমিকা কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা হবে বৈঠকে। কিন্তু সেখানে যে অবধারিতভাবে অর্থনীতি এবং তার নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টি চলে আসবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনটাই মনে করছেন বৈঠকে অংশগ্রহণকারী এক চিকিৎসক সদস্য। তিনি জানালেন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবক থেকে আশাকর্মী, এমনকী তথাকথিত হাতুড়ে চিকিৎসকদের কীভাবে সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগানো যেতে পারে, তার একটা মডেল তৈরি করেছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা হবে।

পাঁচের পাতায়

জেএনইউ ক্যাম্পাসে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

অভিজিৎ যা বললেন

- মোদি সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করতে রাজি।
- কংগ্রেস 'ন্যায়' প্রকল্প নিয়ে মতামত চেয়েছিল বলে দিয়েছি।
- বিজেপির কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হলেও দিতাম।
- রাজনীতির ঘোলাজলে দেশের অর্থনীতির যেন শ্বাসরোধ না হয়।

মোদি-অভিজিৎ সাক্ষাৎ ২২শে

একের পাতার পর

বৈঠকে নীতি আয়োগের সদস্যদের পাশাপাশি থাকবেন আইসিএমআর-এর প্রতিনিধিরাও। জানা গিয়েছে, বৈঠকটি সকাল এগারোটায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কারণে অভিজিৎ বৈঠকে আসবেন সাড়ে এগারোটায়। মধ্যাহ্নভোজের পর পশ্চিমবঙ্গের লিভার ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক। গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ২০১০ সাল থেকে কাজ করছেন অভিজিৎ। সেই প্রকল্প সম্প্রতি সরকারি স্বীকৃতি ও আনুকূল্য লাভ করেছে। প্রকল্পটির মেয়াদ এবং পরিধি নিয়েও আলোচনা হবে।

রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল যতই তাঁকে 'বামপন্থী' বলে কটাক্ষ করুন না কেন, অভিজিৎবাবুর নোবেল জয়ের সংবাদে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন বার্তা টুইট করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অভিজিতের স্ত্রী এস্থার ডাফলো এবং তৃতীয় নোবেলজয়ী মাইকেল ক্রেমারকে আলাদা আলাদাভাবে টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদি। যা বেশ মনে ধরেছিল এস্থারের। সেকথা সংবাদ প্রতিদিন-কে নিজেই জানিয়েছেন অভিজিৎবাবু। সম্প্রতি তাঁর নোবেল প্রাপ্তির পর যেভাবে একের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কটাক্ষ করেছেন, তাতে মনে হয়েছিল এই সংঘাত আরও ঘনীভূত হবে। কিন্তু তার আগেই সন্ধির শঙ্খ বাজিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি। সৌজন্য-সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনীকে। শুধু তাই নয়, এটাই সত্যি যে নোবেল জয়ের পর অভিজিৎবাবুর প্রথম সরকারি বৈঠক হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেই। ইতিমধ্যেই সেই আবহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দারিদ্র দূরীকরণে অর্থনীতি নিয়ে যে তত্ত্ব-ব্যাখ্যা রয়েছে সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবহার করতে পারে ভবিষ্যতে, এমন সম্ভাবনাই প্রবল হচ্ছে। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে খবর, তাতে অনুমান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের গবেষণা দেশের অর্থনীতির মানোন্নয়নে কাজে লাগাতে পারে সরকার।

তবে কেন্দ্রের আর্থিক নীতির সমালোচনা করলেও কেন্দ্র সরকার বা মন্ত্রীদের কখনও সমালোচনা করতে শোনা যায়নি অভিজিৎবাবুকে। বরং শনিবার তিনি সংবাদ প্রতিদিন-কে দূরভাষে জানিয়েছেন, মোদি সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করতে তিনি প্রস্তুত। রাজনীতির ঘোলাজলে দেশের অর্থনীতির যেন শ্বাসরোধ না হয়।

কংগ্রেসের ন্যায় প্রকল্পের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, এটা কংগ্রেস বলে তাঁদের তথ্য দিয়েছেন এমনটা নয়। কংগ্রেসের তরফে প্রস্তাব এসেছিল বলেই তিনি ন্যায় প্রকল্পের জন্য তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। বিজেপির তরফ থেকে এলেও তিনি এমনটাই করতেন। তাই অভিজিৎবাবুর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত, দারিদ্র দূরীকরণের গবেষণায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন অভিজিৎ-এস্থার। বীরভূমের গরমও দমাতে পারেনি এস্থারকে। কলকাতার মেটিয়াবুরুজে দীর্ঘদিন গবেষণার কাজের জন্য থেকেছেন এস্থার। সেকথা এখন সবারই জানা। সুতরাং দারিদ্র দূরীকরণে তাঁদের গবেষণা-তত্ত্ব আগামিদিনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মস্তক কাজে লাগাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে দিল্লিতে পা রাখলেও শনিবার সকাল থেকেই কার্যত ছাত্রাবস্থায় ফিরে যান নোবেলজয়ী। হাজির হন জেএনইউ ক্যাম্পাসে। ব্রহ্মপুত্র হস্টেলে গিয়ে পুরনো দিনের মতো চুটিয়ে টিটিও খেলেন। আড্ডা মারেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। রবিবার বন্ধুদের একটি গেট টুগেদারে হাজির থাকবেন অভিজিৎ। সোমবার তাঁর দ্বিতীয় বই, 'গুড ইকনমিক্স ফর হার্ড টাইমস'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক। সেদিনই বিকেলে কলকাতার বিমান ধরবেন সাউথ পয়েন্টের প্রাক্তনী। একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ জানান, তাঁর বিরুদ্ধে শাসক শিবিরে ব্যক্তিগত আক্রমণে তিনি মর্মাহত। ২৪ ঘণ্টা আগে করা পীযূষ গোয়েলের মন্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, "উনি আমার পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।"

সংবাদ প্রতিদিন

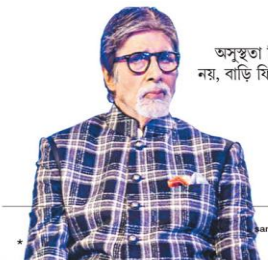

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২ কার্তিক ১৪২৬
৫.০০ টাকা

কলকাতা রবিবার | ২০ অক্টোবর ২০১৯

সঙ্গে ছুটি ও রোববার ম্যাগাজিন

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৪° সর্বাধিক

১৬ পাতা

ক্ষুব্ধ

অসুস্থতা বিক্রির বিষয় নয়, বাড়ি ফিরে লিখলেন বিগ বি

৯

সেঞ্চুরি

ধোনির শহরে শতরান হিটম্যানের

১২

স্বাগতম অভিজিৎ

শহরে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপন বোর্ডে নোবেলজয়ীকে স্বাগত। —পিন্টু প্রধান

ক্ষুব্ধ

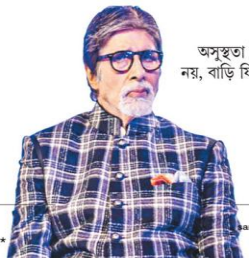

অসুস্থতা বিক্রির বিষয় নয়, বাড়ি ফিরে লিখলেন বিগ বি

৯

সংবাদ প্রতিদিন

সেঞ্চুরি

ধোনির শহরে শতরান হিটম্যানের

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২ কার্তিক ১৪২৬
৫.০০ টাকা

কলকাতা রবিবার | ২০ অক্টোবর ২০১৯

সঙ্গে ছুটি ও রোববার ম্যাগাজিন

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৫°/৩৪° সর্বাধিক

১৬ পাতা

স্বাগত জানাতে সচিত্র হোর্ডিং

ঘরে আসছেন নোবেলজয়ী, মুখিয়ে শহর

স্টাফ রিপোর্টার : শুক্রবারই দেশে ফিরেছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর ঘরে ফেরার পালা।

আর ঘরের ছেলেকে যোগ্য সম্মানে বরণ করে নিতে মুখিয়ে গোটা বাংলা। বিমানবন্দর তো বটেই, শহর কলকাতার সর্বত্র অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া হোর্ডিংয়ে সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শনিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত কথাও বলে নিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সিদ্ধান্ত হয়েছে, শুধুমাত্র বিমানবন্দর থেকে বালিগঞ্জে সপ্তপর্ণী আবাসনে নোবেল জয়ীর যাতায়াতের পথেই নয়, শহর জুড়ে থাকছে অভিজিৎকে স্বাগত জানিয়ে বর্ণময় হোর্ডিং। এদিন বিকেল থেকেই তিলোত্তমার সমস্ত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে অভিজিতের হাসিমুখের ছবি দেওয়া স্বাগতবার্তা জ্বলজ্বল করছে। সেখানে লেখা রয়েছে, 'ওয়েলকাম টু হোম'। নোবেল জয়ীকে নিয়ে বিজেপির যে কটাক্ষ তাকে পাল্টা তোপ দিয়ে এই 'আপনাকে বাড়িতে স্বাগত' লেখা হোর্ডিং বলে মনে করছে নাগরিকমহল। এছাড়াও মহানগর জুড়ে কলকাতা পুরসভা ও কেএমডিএ-র তরফে বিশাল বিশাল হোর্ডিং পড়ছে। সেখানেও লেখা থাকছে, 'আপনার জন্য আমরা গর্বিত।' অন্য একটি হোর্ডিংয়ে বাঙালির জাত্যাভিমানকে কার্যত উসকে দিয়ে লেখা থাকছে—'বাংলায় স্বাগত।' হোর্ডিংয়ে অভিজিতের পাশাপাশি থাকছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবিও। পুরসভা সূত্রে খবর, নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ যদি সামান্যতম সময়ও দেন তাহলে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাও যদি না হয়, তাঁর বাসস্থান সপ্তপর্ণী আবাসনে গিয়ে পুরসভার তরফে সোনার জলে লেখা রুপোর মানপত্র তুলে দিয়ে আসবেন মেয়র। তবে কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর কথা হতে পারে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

এদিকে শুক্রবার দেশে ফেরার পর আপাতত দিল্লি রয়েছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করার কথা অভিজিৎবাবুর। সূত্রের খবর, সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে অভিজিৎবাবুকে। ওইদিনই আবার নীতি আয়োগ এবং আইসিএমআরের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে নোবেল জয়ীর। কিন্তু ইতিমধ্যেই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতারা। প্রথমে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। পরে রাহুল সিনহা। পীযূষবাবু সরাসরি অভিজিৎকে বামপন্থী তকমা দিয়েছেন। অন্যদিকে রাহুল সিনহা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। এসবের প্রেক্ষিতে এদিন বিজেপি নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, "অভিজিতের নোবেল পাওয়ার তত্ত্ব নিয়ে কারও বিরোধিতা থাকতেই পারে। তবে তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা উচিত নয়। এতে বিজেপির ক্ষতি হচ্ছে। বিজেপির এটা কাজ নয়। ২০২১-এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার জন্য আরও বড় কাজ রয়েছে বিজেপির। সেদিকেই মন দেওয়া উচিত।"

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে অভিজিতের হাসিমুখের ছবি দেওয়া স্বাগতবার্তা জ্বলজ্বল করছে। সেখানে লেখা রয়েছে, 'ওয়েলকাম টু হোম'। নোবেল জয়ীকে নিয়ে বিজেপির যে কটাক্ষ তাকে পাল্টা তোপ দিয়ে এই 'আপনাকে বাড়িতে স্বাগত' লেখা হোর্ডিং বলে মনে করছে নাগরিকমহল।

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

৩ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা সোমবার | ২১ অক্টোবর ২০১৯

গো গাগা
সংস্কৃত টুইট, ভারতীয় ভক্তদের মন জয় গাগার
৫

কফি House
অভিমান কাটছে না মিঠুনের
৭

মেঘলা আকাশ সর্বনিম্ন ২৫°/৩৪° সর্বাধিক

১২ পাতা

দেশে ফিরে প্রথম বাংলা সংবাদমাধ্যম হিসাবে
'সংবাদ প্রতিদিন'-কে একান্ত সাক্ষাৎকার নোবেলজয়ীর

আলোচনায় রাজি, চেঁচামেচিতে নেই

গৌতম ব্রহ্ম ● নয়াদিল্লি

নোবেল জয়ের পর সংবাদ প্রতিদিন-কেই দূরভাষে প্রথম সাক্ষাৎকার দেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে ফিরে বাংলা সংবাদমাধ্যম হিসাবে সেই সংবাদ প্রতিদিন-কেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিলেন। কথা ছিল মঙ্গলবার বিকেলে ইন্টারভিউ দেবেন। সময় এবং স্থান জানতে চেয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম। সোমবার বিকেলে উত্তর এল। সন্ধে সাতটা, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার। কিন্তু যেতে হবে এদিনই। হাতে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময়। চাণক্যপুরীর বঙ্গভবন থেকে অ্যাপ ক্যাবে দিল্লির লোধি রোডের আইসিসি-তে পৌঁছলাম। ঠিক সাতটা পাঁচে সিঁড়ি ভেঙে নিজেই রিসেপশনে নেমে এলেন। ব্ল্যাক প্যান্ট, তুঁতে রঙের শার্ট। ঈষৎ ঝুঁকে পড়া শরীর। মুখে মেধার বিচ্ছুরণ। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজেই নিয়ে গেলেন ৪৪ নম্বর ঘরে। এটাই নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদের দিল্লির ঠিকানা। ফ্লাস্কে ব্ল্যাক টি বানিয়ে খাওয়ালেন। নিজে অবশ্য গ্লাসে ঢেলে নিলেন গরম জল। গলা পুরোপুরি চোকড। আওয়াজ বেরোচ্ছে অনেক কষ্টে। রবিবার ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলেন। রেকর্ডার অন করলাম। মোদি থেকে মমতা। আরএসএস থেকে নির্মলা সীতারমন। রশিদ খাঁর কিরওয়ানি। জেএনইউ থেকে প্রেসিডেন্সি। সবই খোলসা করলেন সংবাদ প্রতিদিন-এর সামনে। ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ ছিল। প্রায় পঁচিশ মিনিট সাক্ষাৎকার দিলেন। ইনি এক অচেনা অভিজিৎ।

এক্সক্লুসিভ

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

> আমাদের ক্লাসে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা পড়ুয়া ছিল। আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এভিবিপি করা একটি ছেলে। সে অত্যন্ত মার্জিত। কথাবার্তা অত্যন্ত সুন্দর। হিন্দিটা খুব ভাল বলত। আরএসএস নিয়ে আমার কোনও ছুঁৎমার্গ নেই। সবার সঙ্গেই আমি আলোচনায় বসতে রাজি।

সংবাদ প্রতিদিন-এর পক্ষ থেকে আপনাকে আরও একবার নোবেল জয়ের জন্য অভিনন্দন। অবশ্যই এত ব্যস্ততার মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

সংবাদ প্রতিদিন : আপনার পুওর ইকোনমিক্স আধপেটা খাওয়া মানুষের টিভি কেনার গল্প আছে। দ্বিতীয় বই গুড ইকোনমিক্স ফর হার্ড টাইমস আজ প্রকাশ হচ্ছে। এখানেও কি তেমন কোনও গল্প, চমক?

অভিজিৎ : এখানে গল্প একটু কম রয়েছে। আমাদের গবেষণার বিষয় নয়, এমন অনেক কিছুকে টেনে আনা হয়েছে। এখানে অন্য গবেষকদের অভিজ্ঞতাকে আমরা বেশি মলাটবন্দি করেছি।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। নোবেল জয়কে এর আগে কেউ এভাবে ব্যাখ্যা করেনি। বাংলার প্রতি আপনার অনুরাগ অনুকরণযোগ্য। অথচ ইদানীং বাংলা ভাষার একটা অদ্ভুত দারিদ্র চোখে পড়ছে। নতুন প্রজন্মকে কী বলবেন?

আমার জীবনে অনেক কিছু আছে, যেগুলো আমি বাংলায় বলতে পারব না। যেমন র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল নিয়ে টেকনিক্যাল লেকচার বাংলায় দিতে পারব না। আবার বাংলায় বই পড়া আমার পক্ষে অনেক সহজতর। অনেক বেশি ভাল লাগার। নতুন প্রজন্ম কম্পিউটারে এক ভাষা ব্যবহার করে। বান্ধবীর সঙ্গে আরেক ভাষায় প্রেম করে। এই ফারাকটা থাকবেই। আসলে ভাষার মজাটা পেতে হবে। ফুটিয়ে তুলতে হবে। বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে হবে। বাংলা বলুন বাংলা বলুন বললে হবে না। যারা বলছেন, তাঁদের নিজেদের দৃষ্টান্ত হতে হবে।

ফুটবল নিয়ে আপনার আগ্রহের কথা শুনেছি। আপনি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ভক্ত। ময়দানে বাঙাল-ঘটির দ্বৈরথ কতটা উপভোগ করেন?

মোহনবাগান ক্লাব আমাকে আজীবন সদস্যপদ দিতে চেয়ে মেল পাঠিয়েছে। আমি উত্তর দেওয়ার সাহস পাইনি। খুব ছোটবেলায় আমি মোহনবাগান সাপোর্টার ছিলাম। আমার থেকে দু'বছরের বড় এক পিসতুতো দাদা ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার ছিল। দু'বছর আগে মারা গিয়েছে। ও-ই আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে পরে ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার করে দেয়। সুতরাং আমি নিজেকে নির্ভেজাল মোহনবাগানি বলতে পারব না।

নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আপনার সখ্য ছিল। আপনি ঝুপড়িবাসীদের সঙ্গেও খেলেছেন। দারিদ্রকে কাছ দেখা শৈশবেই। মহানির্বাণ মঠ রোডের সেই দিনগুলোর কোনও স্মৃতি?

বাড়ির সামনে রাস্তায় গুলি, ডাংগুলি, চু-কিতকিত খেলেছি দীর্ঘদিন। কখনও ওদের সোশ্যাল ক্লাস ভাবার অবসর ছিল না। খেলাটাই ছিল মুখ্য। হয়তো দারিদ্র নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে সেই সময়ই আমার তৈরি হয়েছিল।

পাঁচের পাতায়

আলোচনায় রাজি, চেঁচামেচিতে

একের পাতার পর

আমি বিভিন্ন জায়গায় সেই কথা বলেওছি। আমার আসলে অন্য মানুষ, অন্যরকম জীবনের প্রতি আগ্রহ বরাবরের। কিছু বাচ্চা স্কুলে যায় না, আমি রোজ স্কুলে যাই, বিষয়গুলো ভাবাত।

(ঘরে আলো কম থাকায় ইন্টারভিউ থামাতে হল। মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে ফের শুরু হল কথোপকথন। সেই ফাঁকে নিজের প্রথম বই পুওর ইকোনমিক্স ও সংবাদ প্রতিদিন-এ প্রকাশিত তাঁর নোবেল পাওয়ার খবরে অটোগ্রাফ দিলেন অভিজিৎ।)

গণিত এবং অর্থনীতি - দুটো প্রবেশিকাতেই আপনি প্রেসিডেন্সিতে প্রথম হয়েছিলেন। গণিত ছেড়ে কেন অর্থনীতি?

কারণটা আমার বাবা। তিনি বেঁচে নেই, তাই বলছি। উনি তখনকার প্রেসিডেন্সির গণিত বিভাগ প্রসঙ্গে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। সরাসরি না বললেও ওঁর আলোচনা শুনে সেটা বুঝেছিলাম।

চাইলে আপনি নাকি ভুবনবিখ্যাত শেফ হতে পারতেন। আপনার রান্নার সুখ্যাতি নোবেলজয়ের খবরের মতোই ছড়িয়ে পড়েছে। নিজে কোনও রেসিপি আবিষ্কার করেছেন? আমিষ না নিরামিষ? কোনটা বেশি পছন্দ?

হ্যাঁ, আমি রান্না করতে ভালবাসি। বিভিন্ন সবজি নিয়ে রাঁধতে গিয়ে নতুন পদ তৈরি করেছি। কিন্তু সেটা ঠিক আবিষ্কার বলা যায় না। যাঁরা রান্নার বই লেখেন, তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মশলা কমিয়ে-বাড়িয়ে নতুন পদের জন্ম দেন। রাঁধতে রাঁধতেই শেফরা নতুন কায়দা রপ্ত করেন। আমি আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টি - সবই রান্না করি। তবে মিষ্টিটা একটু কম।

আপনার মা আপনার তৈরি হালুয়ার ভক্ত। এবার কলকাতায় গিয়ে হেঁশেলে ঢুকবেন?

এবার আর সময় পাব না।

আপনি গান ভালবাসেন। নাচের ব্যাপারেও আপনার বেশ সুখ্যাতি আছে। ওস্তাদ রাশিদ খাঁর গান আপনি বিশেষভাবে পছন্দ করেন।

আমি শাস্ত্রীয় সংগীত খুব ভালবাসি। বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত। অনেকে টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর বেশি জোর দেন। আবার অনেকের পিওর মিউজিক্যালিটি আছে। রাশিদ খাঁ গান ধরলেই দু'-তিন সেকেন্ডের মধ্যেই রাগটা চিনে ফেলা যায়। এটা আমার কাছে ভীষণ আশ্চর্য লাগে। প্রত্যেকটা রাগের একটা ইমোশনাল প্রোফাইল আছে। ভাল গায়ক হলে তিনি দেড় মিনিটের মধ্যেই রাগ চিনিয়ে দেবেন।

রাশিদ খাঁর কাছে কোন রাগ শুনতে চাইবেন?

অবশ্যই কিরওয়ানি রাগ শুনতে চাইব। ওঁর গলায় অসম্ভব সুন্দর লাগে। সুযোগ পেলে ওঁর রেওয়াজও শুনতে চাইব।

নাচ নিয়ে বলুন।

হ্যাঁ, আমি নাচতে ভালবাসি। বলিউড মিউজিক থেকে বিদেশি পপ মিউজিক। পা মেলাতে ভাল লাগে। তবে সাংঘাতিক কিছু নাচি না। খুব শক্ত নাচ হলে পারব না।

আরএসএস নিয়ে আপনার কোনও ছুঁৎমার্গ? জেএনইউ-তে পড়ার সময় আপনি আরএসএস করা এক সহপাঠীর নম্র ব্যবহারের ভক্ত ছিলেন। নির্মলা সীতারমণও আপনার সহপাঠী ছিলেন। তাঁরও প্রশংসা করেছেন।

নির্মলা অনেকটা আমার মতো পরিবার থেকেই এসেছিলেন। ওই সময় আমাদের ক্লাসে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা পড়ুয়া ছিল। এর মধ্যে আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এভিবিপি করা একটি ছেলে। সে অত্যন্ত মার্জিত। কথাবার্তা অত্যন্ত সুন্দর। হিন্দিটা খুব ভাল বলত। আরএসএস নিয়ে আমার কোনও ছুঁৎমার্গ নেই। সবার সঙ্গেই আমি আলোচনায় বসতে রাজি আছি। অকারণ চেঁচামেচি করলে নেই।

মোদিজির সঙ্গে আপনার মঙ্গলবার দেখা হচ্ছে। কী বলবেন?

উনি যখন ডেকেছেন, উনিই বলবেন। আমি শুনব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার সহযোগিতা চেয়েছেন। কী বলবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আমরা আগেও কাজ করেছি। রাজনীতির ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য করতে আমরা রাজি নই। মোদিজি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাতে কাজ করেছি। এখন হরিয়ানায় খট্টর সরকারের সঙ্গে করছি। এতে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। সরকার যদি বিভিন্ন প্রকল্প সফলভাবে কার্যকর করতে পারে, তার চেষ্টা করাটাই আমাদের কাজ। অমুক পার্টির সরকারের কাজ করব, তমুক পার্টির সরকারের কাজ করব না, এমন চিন্তা প্রথম থেকেই বাতিল করেছি।

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

৪ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ২২ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

বিরোধ

দাদা উইলিয়ামের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে, স্বীকার ভাই হ্যারির

৯

চোট

আঙুলে চোট ঋদ্ধির, উইকেটের পিছনে পন্থ

১২

দেশের জন্য কাজ করতে চাই : অভিজিৎ

গৌতম ব্রহ্ম ● নয়াদিল্লি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বাঙালি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ফের জানালেন, তিনি দেশের জন্য কাজ করতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে কোন দলের ও কোন রঙের সরকার ক্ষমতায় আছে সেটা তাঁর কাছে বিচার্য নয়। কারও সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনওদিন ছুৎমার্গ ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

আজ মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নোবেলজয়ী। প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর নীতি আয়োগের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। দিল্লিতে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরেই বিকেলে তিনি কলকাতায় পা রাখবেন। নোবেল জয়ের পর এটাই তাঁর প্রথম কলকাতা সফর। সোমবার দিল্লির একটি হোটেলে অভিজিত ও তাঁর নোবেলজয়ী স্ত্রী এস্থার ডাফলোর বই 'গুড ইকোনমিক্স ফর হার্ড টাইমস' প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেছে 'জাগারনাট' প্রকাশনা সংস্থা। প্রকাশ অনুষ্ঠানে অভিজিৎ এদিন খোলামেলাভাবে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর কাছে প্রশ্ন ছিল, ''আপনার রাজনৈতিক অবস্থান কী?'' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল তাঁকে সরাসরি 'বামপন্থী' আখ্যা দিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। এদিন অভিজিৎ বলেন, "আমেরিকার প্রেক্ষিতে আমি বাম গণতান্ত্রিক, কিন্তু ভারতের প্রথাগত বাম ও ডান, দুই রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়েছি।" মোদি সরকারের অর্থনীতির সমালোচনায় এদিনও সরব ছিলেন অভিজিৎ। তিনি বলেন, "বাজেটে যখন কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছিল, তখন খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে যখন চাপে পড়ে কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো হল, তখন হতাশ হয়েছি। কারণ, কর্পোরেট ট্যাক্স কমলেই যে লগ্নি বাড়বে, এটা সত্য নয়।" সমালোচনা থাকলেও মোদি চাইলে সরকারকে পরামর্শ দিতে রাজি তিনি। বলেন, "দেশের অর্থনীতির জন্য অনেকদিন ধরেই কাজ করছি। আগামীদিনেও কাজ করে যেতে চাই।" তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, মোদি না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কার সঙ্গে কাজ করে আপনি বেশি আনন্দ পেয়েছেন? একমাত্র এই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি নোবেলজয়ীর কাছ থেকে। বলেন, "উত্তরটা নিজের জন্যই রাখলাম।" তিনি ভাল রান্না করেন। তাঁর বস্টনের বাড়িতে মোদি হাজির হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কী রান্না করে খাওয়াবেন, সেই প্রশ্নও তাই এসেছিল। অভিজিৎ বলেন, ''পেঁয়াজ, আদা, রসুন ছাড়া সুন্দর তরকারি বানাব।''

দিল্লিতে নিজের নতুন বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। —পিটিআই

বিরোধ

দাদা উইলিয়ামের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে, স্বীকার ভাই হ্যারির

৯

সংবাদ প্রতিদিন

চোট

আঙুলে চোট ঋদ্ধির, উইকেটের পিছনে পন্থ

১২

sangbadpratidin.in
epratidin.in

৪ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা মঙ্গলবার | ২২ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩৩° সর্বাধিক

১২ পাতা

নোবেলজয়ীর নামে আবাসন ও রাস্তা

অভিজিৎকে টাউন হলেই সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার : নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে নাগরিক সংবর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার। অভিজিতের ছেলেবেলার পাড়া দেশপ্রিয় পার্কের কাছের পণ্ডিতিয়া রোড এবং বর্তমান ঠিকানা বালিগঞ্জের সপ্তপর্ণী আবাসনের সামনেও আলাদা করে বড় ফলক বসাবে পুরসভা। সেখানে লেখা থাকবে অভিজিতকে নিয়ে নানান তথ্য। আরেক অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের ধাঁচে এবারও রাজ্য সরকার এবারের নোবেল প্রাপকের নামেও একটি আবাসন ও রাস্তার নামকরণ করতে চায়। আবাসনটি সম্ভবত নিউটাউনে এবং রাস্তাটি সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে হবে। বিষয়টি নিয়ে আজ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের তরফে বিমানবন্দরে অভর্থ্যনা জানাতে গিয়ে কথা বলে নেবেন পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আজ বিকেল পাঁচটার বিমানে কলকাতা রওনা হবেন ভারতীয় তৃতীয় বাঙালি নোবেলজয়ী। তাঁর সঙ্গে ওই বিমানেই শহরে ফিরছেন অভিজিতের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ পিজি হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরি। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের তরফে বিমানবন্দরেই ফুল ও শুভেচ্ছাবার্তা তাঁর হাতে তুলে দেবেন পুরমন্ত্রী। সোমবার কলকাতা পুরসভায় তাঁর স্বাগত জানানোর নানা কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র। পরে তিনি জানান, "এবার সময়াভাবে বাংলার গর্ব, আমাদের ঘরের ছেলে অভিজিৎকে সংবর্ধনা দিতে পারছি না। কিন্তু পরের বার যখন তিনি কলকাতায় আসবেন তখন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই টাউন হলে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ওই অনুষ্ঠানে বাংলার বহু বিশিষ্ট ও কৃতী ব্যক্তিত্বও থাকবে বলে এদিন ইঙ্গিত দেন মেয়র। পুরসভা সূত্রে খবর, টাউন হলের সেই অনুষ্ঠানে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভাবী সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কও সংবর্ধনা দেওয়া হতে পারে। তবে আপাতত টাউন হলটির ঢালাও সংস্কার চলছে। ততদিনে টাউন হলটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সেখানেই সংবর্ধনার আসর বসবে। তবে এদিনই পুরসচিবকে অভিজিতের সেই সংবর্ধনার জন্য রুপোর ফলকে সোনার জলে লেখা মানপত্র ও অন্যান্য আয়োজন শুরুর নির্দেশ দেন মেয়র। পণ্ডিতিয়া রোডে যেখানে অভিজিৎ-এর ছেলেবেলা কেটেছে সেই পাড়াতেও বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও নাম ফলকের আয়োজন করবেন স্থানীয় কাউন্সিলর মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। পাশের যে বস্তি দেখে তিনি 'পুওর ইকনিকমি'-র ভাবনায় নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই পল্লীকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান করা হবে বলে এদিন দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন।

> দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরছেন ছেলে। তাই তাঁর পছন্দের রান্না তৈরি করে ফেলেছেন মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনে চলা মা এদিন জানিয়েছেন, "কলকাতায় আসবে আর ছেলের পাতে মাছ থাকবে না তা কি হয়!"

দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরছেন ছেলে। তাই তাঁর পছন্দের রান্না তৈরি করে ফেলেছেন মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনে চলা মা এদিন জানিয়েছেন, "কলকাতায় আসবে আর ছেলের পাতে মাছ থাকবে না তা কি হয়!" তবে প্রত্যেকবার স্বয়ং অভিজিৎ রান্না করলেও এবার হয়তো ব্যস্ততার কারণে আর ছেলের হেঁশেলে ঢোকা হবে না। অনেক লোক আসবেন অভ্যর্থনা জানাতে। সপ্তপর্ণীর বাসিন্দারাও সংবর্ধনা দিতে চান। এদিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার কটাক্ষকে আমল দেননি নোবেলজয়ীর মা। দ্বিতীয় স্ত্রী বিদেশি হলেই নোবেল পাওয়া যায় এমন বেলাগাম কথার উত্তরে নির্মলাদেবী জানিয়েছেন, "এটা তো বেশ ভাল। তাহলে উনিও একটা বিয়ে করুন।"

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

৫ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বুধবার | ২৩ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩২° সর্বাধিক

১২ পাতা

অভিজিৎ আসতেই সপ্তপর্ণীর ঘরে ঘরে বাজল শঙ্খ

অভিরূপ দাস

ভিনি ভিডি ভিসি। এলেন দেখলেন জয় করলেন।

কে ? সপ্তপর্ণীর বাসিন্দাদের ঠোঁটের ডগায় থাকবে জবাবটা। নোবেল জয়ীর শহরে ফেরার দিন ধার্য হয়েছিল মঙ্গলবার। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে চারটে থেকেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আবাসনের বাসিন্দারা। এই বুঝি এলেন। মোবাইল ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে জমছিল অপেক্ষার পাহাড়। বিদ্যুৎ বেগে ন'তলায় ওঠার আগে তাঁর একঝলক হাসি মন জয় করে নিল সকলের।

ঘরে ঘরে বেজে উঠল শাঁখ। উলুধ্বনিতে কান পাতা দায়। যেন 'অকাল দেবী বরণ'-এ মাতল চেনা পাড়া। এমন আয়োজন ? জানালা দিয়ে চেয়ে থাকা মধ্যবয়স্ক মহিলা জানালেন, "আমাদের আবাসনের ছেলে নোবেল জয় করে ফিরল। তাকে বরণ করে নেব বলেই..।"

নোবেলজয়ীকে ডিএসসি দিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কে বলবে বিজয়া দশমী হয়ে গিয়েছে। এদিন কিন্তু সপ্তপর্ণীর সামনে সপ্তমীর ভিড়। শুধু আবাসনের বাসিন্দারা নন, পড়শিরাও এসেছিলেন নোবেলজয়ীকে একঝলক দেখতে। দুধসাদা এসইউভি থেকে নেমে হাত নেড়ে উঠে গেলেন তিনি।

অপেক্ষারত সাংবাদিকদের কাছে খবর এল, "আজ গলা খারাপ । কথা বলতে পারব না।" এমন উন্মাদনা যে হতে পারে তা বোঝা গিয়েছিল বিমানবন্দর থেকেই। ইন্ডিগোর উড়ান সিক্স ই২৮৩ টারম্যাক ছোঁয়ার আগেই পজিশন নিয়ে নিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। বিমানবন্দরের বাস থেকে একঝলক তাঁকে দেখা যেতেই জনতার চিৎকার। তিনদফায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয় সেখানেই। ইন্ডিগোর তরফে উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। তা মিটতে না মিটতেই এয়ারপোর্ট অথরিটির সম্মান। রাজ্য সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মেয়র তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। বাইরে তখন জনজোয়ার। হতচকিত অভিজিৎকে নিজের গাড়িতে তুলে নেন ফিরহাদ। সেই গাড়িতে চেপেই বিমানবন্দর ছাড়েন নোবেলজয়ী।

এদিকে সোনার ছেলের পথ চেয়ে বসে ছিলেন মা-ও। ঘরে ঢুকতেই আলিঙ্গন করে নেন তাঁকে। সময় বড় কম। তবু ছেলের জন্য তাঁর প্রিয় রান্না তৈরি করেছেন মা। পোনা

পাঁচের পাতায়

মায়ের কাছে নোবেলজয়ী

বাড়িতে ঢোকার পর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতায়। —প্রতিদিন চিত্র

মিডিয়া আমার বিরুদ্ধে আপনাকে দিয়ে বলাতে চায়, নোবেলজয়ীর সঙ্গে রসিকতা প্রধানমন্ত্রীর

অভিজিতের কৃতিত্ব গর্বিত করেছে দেশকে : মোদি

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। —পিটিআই

গৌতম ব্রহ্ম ● নয়াদিল্লি

ককপিটের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে একটু আগেই। মাথার উপরে জ্বলজ্বল করছে সিট বেল্ট বাঁধার সংকেত।

পাঁচটা পাঁচ মিনিটের দিল্লি-কলকাতাগামী ইন্ডিগো 'সিক্স ই ২৮৩' উড়ান টেক অফের জন্য তৈরি। আচমকা কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বিমানের চালক ক্যাপ্টেন সূর্যপ্রকাশ। সঙ্গে কো-পাইলট নেহা আগরওয়াল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন ১এ আসনে বসা যাত্রীর কাছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক গোটা বিমান। ১এ আসনের যাত্রী সৌম্যদর্শন মানুষটার হাতে তাঁরা যখন তুলে দিচ্ছেন স্কেচ পেনে লেখা হলুদ মানপত্র তখনও সহযাত্রীরা জানেন না, তাঁরা আসলে একটি ঐতিহাসিক সফরের সঙ্গী হতে চলেছেন। জানেন না, সাদা শার্টের উপর লাল জহর কোটের ওই ব্যক্তির নাম অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নোবেলজয়ী যে বাঙালি অর্থনীতিবিদকে স্বাগত জানাতে উন্মুখ হয়ে আছে গোটা দেশ।

জানাজানি হল একটু পরে। বিমান তখন মাঝ আকাশে। আবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন সূর্যপ্রকাশ। হাতে তুলে নিলেন টেলিফোন মাইক্রোফোন। ঘোষণা করলেন, "আমরা গর্বিত। আমাদের বিমানের যাত্রী নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্যর আমরা আপনার জন্য গর্বিত।" হাততালির ঢেউ উঠল। বিমান সেবিকারা তুলে দিলেন উপহারের ডালি।

অবশ্য এই প্রথম নয়। মঙ্গলবার তাঁর দিন শুরু হয়েছিল সংবর্ধনা দিয়েই। বেলা সাড়ে দশটায় সাত নম্বর কল্যাণ মার্গের বিশাল বাংলোয় তিনি যখন পা রাখছেন তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই বাড়ির বাসিন্দা নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদি। সৌজন্য পর্বের পর দু'জনের মধ্যে একান্তে আলোচনা। পরে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, "গুরুগম্ভীর কোনও আলোচনা নয়। রসিকতা হয়েছে।" কীভাবে মিডিয়া তাঁকে মোদী বিরোধী করে তুলছে তা নিয়েই প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে মজা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এদিনের বৈঠককে 'অনন্য অভিজ্ঞতা' বলেই উল্লেখ করেছেন এই নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ। তাঁকে সময় দেওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদও জানিয়েছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ভারত সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, যা বেশ অভিনব। দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ে কেন মানুষের অবিশ্বাস তৈরি হয় তা নিয়েও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তিনি জানিয়েছেন।"

সাংবাদিকরা তাঁকে খোঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। এদিন বিমানেও সেই নিয়ে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করেন অভিজিৎ। সহাস্যে বলেন, " বাবা রে! কত লোক কত কিছু (পড়ুন মোদি-বিরোধী মন্তব্য) বলানোর চেষ্টা করেছে। মোদিজীও তা বুঝতে পেরেছেন।"

পরে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন মোদী। লিখেছেন, "নোবেলজয়ী

পাঁচের পাতায়

অভিজিতের কৃতিত্ব গর্বিত করেছে দেশকে

একের পাতার পর

অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দারুণ বৈঠক হয়েছে। মানব ক্ষমতায়নে তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। খুব ভাল আলোচনা হয়েছে। অভিজিতের কৃতিত্ব গর্বিত করেছে দেশকে। আগামী দিনের জন্য ওঁকে অনেক শুভেচ্ছা।"

জানা গিয়েছে, মোদীর সঙ্গে বৈঠকে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে কথা হয়েছে অভিজিতের। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের অভিজিৎ বলেন, "স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে অর্থ মানুষ ব্যয় করছে, তার পরিবর্তে উপযুক্ত পরিষেবা পাচ্ছে না। বাড়িতে একজন অসুস্থ হলে পরিবার সর্বস্ব হারায়। দেশের স্বাস্থ্য উন্নয়নে মহিলাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন। পরিস্থিতি বদলানো দরকার। গরিবদের জন্য আরও বেশি কাজ করা উচিত। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা কীভাবে আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে।"

এদিন বিমানে নোবেলজয়ীর পাশের আসনে ছিলেন লিভার ফাউন্ডেশনের সচিব চিকিৎসক-অধ্যাপক ডা. অভিজিৎ চৌধুরি। মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর এদিন দিল্লিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে নীতি আয়োগের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন নোবেলজয়ী। সঙ্গে ছিলেন অভিজিৎ চৌধুরি, ডা. স্বরূপ সরকার প্রমুখ। বৈঠক শেষে 'মিট দ্য প্রেস'। সেখানেও তাঁকে লক্ষ্য করে কেন্দ্র-বিরোধী প্রশ্ন উড়ে আসে। দক্ষ ব্যাটসম্যানের মতো অনায়াসে সেগুলি 'ডাক' করে যান অভিজিৎ বিনায়ক। বিমানে সেই প্রসঙ্গ তুলতেই এক গাল হেসে মন্তব্য, "ফুটবল আমার প্রিয় ঠিকই, কিন্তু ক্রিকেটীয় কায়দা-কানুন একটু-আধটু জানি, বুঝলে।" আড্ডার ফাঁকেই ডা. চৌধুরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি চিঠি তুলে দেন ডা. বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। চিঠিতে নোবেলজয়ীকে 'ডিএসসি' দিয়ে সম্মানিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন উপাচার্য। মাথা নেড়ে সম্মতি জানান অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, "জানুয়ারির শেষে দেশে ফিরব। তখনই এই সম্মান গ্রহণ করব।" বিমানে ওঠার পরই অভিজিৎ বিনায়ক জানিয়েছিলেন. "আর পারছি না। টানা ক'দিনের ধকলে ক্লান্ত। ঠান্ডা লেগেছে। গলা থেকে আওয়াজ বেরচ্ছে না। ফিরে গিয়েই তো ফের ছাত্র পড়ানো। কী করে পারব! এই দু'ঘণ্টা একটু ঘুমিয়ে নিই।" কিন্তু কোথায় কী? ক্যাপ্টেনের ঘোষণার পর অভিনন্দন আর শুভেচ্ছায় ঘুমের দফারফা। ফলে চলল টুকটাক গল্প। আলাপচারিতা। অটোগ্রাফ শিকারির আবদার মেটানো, সেলফি তোলা।

কফির সঙ্গে কাজু ও 'রোস্টেড আমন্ড' খেতে খেতে এমআইটি-র ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ইন্টারন্যাশনাল অধ্যাপক ডা. অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যই একদিনের জন্য কলকাতায় আসা।" ভাই অনিরুদ্ধের সঙ্গে সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। অভিজিৎ জানালেন, "কাল সারাদিন বাড়িতে থাকব। কোথাও যাব না। বাড়িতেই বন্ধুবান্ধবরা আসবে। আড্ডা মারব। পরশু বস্টনের বিমান ধরব।"

প্লেন তখন দমদম বিমানবন্দরের টারম্যাক ছুঁয়েছে। বাইরে জনতার সমুদ্র। ভিতরে সংবর্ধনা জানাতে হাজির রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী। ফিরহাদ হাকিম ও ব্রাত্য বসু। সহযাত্রী, বিমান সেবিকারা দাঁড়িয়ে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিচ্ছেন। কেউ লাগেজ বইছেন। ক্লান্ত শরীরটা কোনওমতে টেনে তুললেন অভিজিৎ। চোখে ঘরে ফেরার উজ্জ্বলতা। নামার সময় ফের বিমানসেবিকার ছবি তোলার আবদারে সাড়া দিলেন। ফের বিমানে ঢুকে সবাইকে নিয়ে গ্রুপ ছবি। বেরোতেই যেন ছিনতাই হয়ে গেলেন উৎসাহীদের হাতে। জনসমুদ্রে হারিয়ে যেতে যেতে প্রতিবেদককে বললেন, "আমার লাগেজটা আবার হারিয়ে না যায়। একটু দেখো।"

অভিজিৎ আসতেই

একের পাতার পর

মাছের কালিয়া থেকে মটন কাবাব, মেনুতে রয়েছে সবই। রয়েছে তোপসে মাছও। ছেলেকে খাওয়াতে মুখিয়ে রয়েছেন মা। তবে জানিয়েছেন, বায়নাক্কা নেই অভিজিতের। সব খাবারই তৃপ্তি করে খান তিনি। কথায় বলে 'মাছে ভাতে বাঙালি', বঙ্গের নোবেলজয়ীও শহরে এলে কাঁটা বেছেই খান। আর তাই ছেলের জন্য পোনা মাছের কালিয়া রান্না করে রেখেছিলেন মা নির্মলাদেবী। উপহার এসেছে ইলিশও। বসিরহাটের সাংসদ নুসরত জাহান ইলিশ পাঠিয়েছেন নোবেলজয়ীকে। এসেছে রাংতায় মোড়া গলদা চিংড়ি।

মেনুতে আর কী কী থাকছে? নির্মলাদেবী জানিয়েছেন, "মটন কাবাব রয়েছে। রয়েছে রসগোল্লার পায়েস।" মায়ের হাতের রান্না খেতে কোন ছেলে ভালবাসে না! তবে এবার সময় বড় কম। অন্যান্য সময় বাড়িতে এলে যেমন দু'-একদিন বিশ্রাম নেওয়া যায় এবার বোধহয় তেমনটা হবে না। ছোটবেলার বন্ধুরা শুধু নয়, 'সোনার ছেলে'কে সম্মানিত করতে চাইছে অনেকেই। নির্মলাদেবী জানিয়েছেন, "অনেকে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওর ছোটবেলার বন্ধুরা আসবে। তাঁরাও তো বন্ধুকে সামনাসামনি অভিবাদন জানাতে চাইছেন।" সোমবার ফের বস্টনে ফিরে যাবেন। প্রাক্তন ছাত্রকে অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত প্রেসিডেন্সিও। দেশে পা দেওয়ার পরই অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ছুটে গিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তেমনই কলকাতায় এসেই প্রেসিডেন্সিতেও আসবেন। এমনটাই আশা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। সময়ের অভাবে না এলে বাড়িতে গিয়ে অভিনন্দন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার।

সংবাদ প্রতিদিন

ক্ষমতায়
নির্বাচনে জয়ী ট্রুডো, তবে কমল ভোট
১০

কফি House
জানুয়ারিতে বিয়ে করছি
৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in
৫ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা বুধবার | ২৩ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩২° সর্বাধিক

১২ পাতা

গ্রামীণ স্বাস্থ্যে অভিজিতের সাহায্য চায় নীতি আয়োগ

গৌতম ব্রহ্ম ● নয়াদিল্লি

গ্রামীণ স্বাস্থ্য নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লিভার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরি। মঙ্গলবার দিল্লিতে।

ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের রূপরেখা ঠিক করার জন্য নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানাল নীতি আয়োগ। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিজিৎ। সাড়ে এগারোটা নাগাদ দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে নীতি আয়োগ এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকটির আয়োজন করছিল লিভার ফাউন্ডেশন। সেখানেই গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়। এমআইটির ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল অধ্যাপক তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। জানা গিয়েছে, গ্রামে যেহেতু এমবিবিএস ডাক্তারদের আকাল, তাই আশা কর্মী ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবকদের মতো ফ্রন্টলাইন হেল্থ ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিচয়পত্র দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে লিভার ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি সেই প্রকল্পকে স্বীকৃতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। বাড়িয়ে দিয়েছে আর্থিক সহযোগিতার হাত। ওই প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার অভিজিৎ ও তাঁর স্ত্রী এস্থার ডাফলোর সংস্থা 'জে প্যাল।' নীতি আয়োগের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রথম সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হন অভিজিৎ। সেখানেই তিনি লিভার ফাউন্ডেশনের সচিব ডা. অভিজিৎ চৌধুরিকে সঙ্গে নিয়ে জানান, গ্রামের ৭০ শতাংশের উপর মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবকদের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের কোয়াক, হাতুড়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কিন্তু বিপদে পড়লে তাঁরাই পাশে দাঁড়ান। আমরা চাই বা না চাই, তাঁরা থাকবেই। তাই প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি তাঁদের ভুলের মাত্রা কম করা যায়, তবে তাতে সমস্যা কোথায়? রাতারাতি এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো যাবে না। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করেন অধ্যাপক চৌধুরি। জানা গিয়েছে, নীতি আয়োগ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে প্রকল্প তৈরির অনুরোধ জানিয়েছেন অভিজিৎকে। তাঁর সুপারিশ চেয়েছেন। ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারিতে নীতি আয়োগের সঙ্গে আবার বৈঠকে বসবেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পেরও প্রশংসা করেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কার নিয়েও কয়েক দফা সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারের অংশীদারিত্ব ৫০ শতাংশের কম করার পক্ষে সওয়াল করেছেন অভিজিৎ। তাঁর মতে, এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্মে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের নজরদারি কমবে।

সংবাদ প্রতিদিন

ক্ষমতায়
নির্বাচনে জয়ী ট্রুডো, তবে কমল ভোট

১০

কফি House
জানুয়ারিতে বিয়ে করছি

৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in
৫ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা
কলকাতা বুধবার | ২৩ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩২° সর্বাধিক

১২ পাতা

কলকাতা বিমানবন্দরে নোবেলজয়ীকে স্বাগত জানাচ্ছেন কলকাতার মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। —প্রতিদিন চিত্র

ক্ষমতায়
নির্বাচনে জয়ী ট্রুডো, তবে কমল ভোট
১০

সংবাদ **প্রতিদিন**

কফি House
জানুয়ারিতে বিয়ে করছি
৭

sangbadpratidin.in
epratidin.in

৫ কার্তিক ১৪২৬
৪.০০ টাকা

কলকাতা বুধবার | ২৩ অক্টোবর ২০১৯

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৬°/৩২° সর্বাধিক

১২ পাতা

পলিট্রিক্স

রাগবেন না প্লিজ

কিংশুক প্রামাণিক

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কারও বাড়া ভাতে ছাই ফেলেননি, কারও পাকা ধানে মইও দেননি। 'দোষ'-এর মধ্যে এটাই যে, আচমকা তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে বসেছেন!

সেই ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পর তিনি এই বাংলারই একজন সন্তান, যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলেন। এই অনবদ্য জয় কারও দয়ায় তিনি পাননি। কোনও লবি করে পাননি। কাটমানিও কেউ তাঁর কাছে চায়নি। তিনি এই সম্মান অর্জন করেছেন। রীতিমতো পরিশ্রম, মেধাশক্তির বিকাশ ও প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে, সুযোগ্য গবেষিকা স্ত্রীকে সঙ্গী করে হর-পার্বতীর মতো যুগলে নোবেল ঘরে তুলেছেন। কর্তা-গিন্নির একসঙ্গে বহুরকম সাফল্যর নজির এই বিশ্বে আছে— কিন্তু নোবেল জয় যৎসামান্যই।

তাই এই সাফল্য এককথায়: সুমহান। আমাদের পোড়া কপাল, মাত্র দু'টি নোবেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে এতদিন। মাদার টেরিসা এই বাংলা থেকে নোবেল পেয়েছেন। হাজার হোক তাঁর রক্ত 'বাঙালি'-র নয়। সেই অর্থে নিখাদ 'বাঙালি নোবেল' ছিল ওই দু'টিই। যদিও পরিতাপের বিষয়, তার মধ্যে প্রথমটি, মানে রবি ঠাকুরেরটি আবার এই মুহূর্তে অদৃশ্য। বেশ কিছুকাল পূর্বে চোর এসে শান্তিনিকেতনের 'রবিকোষ' ভেঙে সেটি নিয়ে যায়। তারপর নাকি চোরবাবাজি সাম্মানিক গুরুত্বে আমল না দিয়ে ফেঁ কিছু পয়সালাভের আশায় ধাতবটি গলিয়ে ফেলে। সত্যি-মিথ্যা যা-ই হোক, আমরা সাধারণ মানুষ অন্তত এইটুকুই জানি। কিন্তু এমন পটু আমাদের গোয়েন্দাবাহিনী যে, তস্কর ব্যাটার টিকিটি পর্যন্ত ধরতে বা ছুঁতে পারেনি! ছিঁচকে-কে ধরতে না পেরে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজও রহস্যভেদ হয়নি নোবেল চুরির।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সব অঙ্ক নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কিছুই তাঁর নজর এড়ায়নি। এমনকী, শতবর্ষ পরে কে তাঁর কবিতা পড়ছে, তা নিয়েও লিখেছেন '১৪০০ সাল' কবিতা। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন তাঁর এত সাধের নোবেল পদকটি শেষমেশ বিনা বাধায় চোর এসে নিয়ে যাবে, আর সেটি পাওয়া যাবে না, তাহলে নিশ্চিতভাবে তা নিয়েও কবিতা রচনা করে যেতেন। হয়তো কবি বলতেন, এই মণিহার আমার, একদিন চুরি যাবেই।

যাই হোক, রবি ঠাকুরের পর সেন মহাশয়। দূরত্ব ৮৫ বছর। তারপর আবার ২১ বছর পর বাঁড়ুজ্যে মহোদয়। আমাদের নোবেলপ্রাপ্তির সুখ এমনই সুদীর্ঘ অপেক্ষার। তবুও খরা কাটিয়ে বাঙালির হাতে যদি বা একটি নোবেল উঠল, তাতে কোথায় আগাম দীপাবলি হবে, গর্বে বুক ভরে উঠবে— তা নয়, দশেরার রাবণ বধের রোষ নিয়ে নেমে পড়লেন কিছু মানুষ। কেউ কেউ তো বলে দিলেন, এই নোবেল ভারতেরই নয়, আমেরিকার! রাজনীতিকদের দোষ দিই না। তাঁরা এমনই।

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় একার কৃতিত্বে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। এটা দার্জিলিং গোল্ড কাপ নয়! আমার ট্যাক্সের টাকা ওঁর পকেটে যায়নি। গবেষণার নাম করে সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা উনি নেননি। বড় পদে বসে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেননি। ভোটে দাঁড়িয়ে জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি।

নিজেদের দলের পক্ষে হলে ভাল, না হলে খারাপ। এটা তাঁদের কুখ্যাত পক্ষপাত। ফলে তাঁরা বলবেনই। অবাক হইনি। এ নিয়ে কিছুই বলতেও চাই না।

কিন্তু যেভাবে ফেসবুকের অতি স্পর্শকাতর ই-দেওয়ালে আপাতনিরীহ মানুষটির গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো শুরু হয়ে গেল, তা সোজা বাংলায় 'মর্মান্তিক'।

আচ্ছা, কাউকে কি আমরা ছাড়ব না? একটি বিষয় নেই যাতে একমত হব না? উনি তো সুনীল ছেত্রী অথবা বিরাট কোহলি নন যে দেশের ঠিকা নিয়ে বসে আছেন। উনি একার কৃতিত্বে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। এটা দার্জিলিং গোল্ড কাপ নয়! আমার ট্যাক্সের টাকা ওঁর পকেটে যায়নি। গবেষণার নাম করে সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা উনি নেননি। বড় পদে বসে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেননি। ভোটে দাঁড়িয়ে জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি।

তিনি যে দুর্দান্ত লড়াই করেছেন, তা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত অধ্যায়। তাহলে তাঁকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করার কোনও অধিকার কি আমার আছে? একেবারেই নেই। পছন্দ না হলে চুপ করে যাই। নর্দমা ঘাঁটছি কেন। উনি পাঁক নন। উনি মানুষের মতো মানুষ। মুড়ি আর মুড়কির কি একদর হয়?

কবে এই সত্য অনুধাবন করব আমরা জানি না। নোবেল-জয়ের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে কবে বলব, ওহে অভিজিৎ, আপনি সত্যিই বিনায়ক। আপনি আমাদের গর্বিত করেছেন, বন্দিত করেছেন। বাংলা তথা দেশ আপনার সাফল্যে উদ্ভাসিত।

পারছি কই!

পারলাম কই!

এতই অসহিষ্ণুতা।

গুলি মারি নোবেলে। সাউথ পয়েন্টের স্কলার, জেএনইউ টপার, ক'টা বিয়ে করেছেন, কেন করেছেন, আগের স্ত্রী কোথায় গেলেন, তাঁর মায়ের বাড়ি কোথায় ছিল, কেন তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব নিলেন, নোবেল পাওয়ার জন্য কাদের লেজে তেল মাখালেন, কোন রাজনৈতিক দলের আর্থিক নীতির ভোট-স্লোগান নির্ধারণ করে দিলেন— তা নিয়ে কাল্পনিক সব সংলাপ তৈরি করে গবেষণা শুরু হয়ে গেল। ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য চাপা পড়ে যাওয়ার জোগাড় হল কুৎসার সাতকাহনে।

অথচ, তিনি কেন নোবেল পেলেন, তাঁর গবেষণার বিষয় কী— এই জরুরি বিষয় নিয়ে সমালোচক-পণ্ডিতদের প্রশ্ন করুন, জাস্ট তোতলাতে শুরু করবেন। আরে ভাই, এটা কি ব্রিটিশদের পদলেহন করে পদক পাওয়ার মতো কোটার সম্মান না কি! এটা পেতে হলে বাঘভর্তি জঙ্গলে হাঁটতে হয়, কুমিরময় নদীতে সাঁতরাতে হয়। নোবেল পাওয়া হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই শক্ত কাজ। যুগে যুগে তা প্রমাণিত।

যে গুণী, সে তো গুণীই! তাঁকে মর্যাদা দিতে দোষ কোথায়? আপেলকে কি চেঁড়স বলা যায়? মজা হল, কখনও কখনও আমরা সেটাই বলি। জেনে বুঝে বলি। মতের মিল না হলেই বলি। ভুলে যাই, আলেকজান্ডারের কাছে যুদ্ধে পরাজিত বন্দি পুরুও বীরত্ব প্রমাণ করেছিলেন। সম্রাটও তাই পুরুকে মুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেন তিনি কত মহান।

আমরা মহান হতে পারি না। এত প্রতিভার জন্ম দিয়েও বাঙালি নেতৃত্বের রাশ হাতে নিতে পারলাম না এজন্য। প্রথম হওয়ার সব মেটেরিয়াল থেকেও দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানে চলে গেলাম। তাই কোনও দিন কোনও ইস্যুতে যদি শোনা যায়, বঙ্গসমাজ এক হয়েছে, তাহলে ভ্রম হতেই পারে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করল না তো!

ভবি ভোলার নয়। তাই চাঁদে মুখ থুবড়ে সংজ্ঞা হারানো বিক্রমও হয়তো প্রাণ ফিরে পাবে, কিন্তু ভেতো বাঙালি কোনও দিন একমত হতে পারবে না। কাঁটাতারের দুই পারে বাঙালি যেমন ছিল, আছে, তেমন থাকবেও। লাল-নীলে, মেরুনে-সবুজে, হিন্দু-মুসলিমে, গঙ্গা-পদ্মায়, সিরাজ আর মিরজাফরে এই বাংলা চিরদিন দু'টি পথে হেঁটেছে। দু'টি কথা বলেছে। রামকৃষ্ণকে 'পাগল' বলেছে আমাদেরই কেউ কেউ। বিদ্যাসাগরকে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজিও বাদ যাননি। পরিতাপের বিষয় আরও, যে-নাবালক ছেলেটি ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সে-ও আমাদের কাছে গুরুত্বহীন। 'ক্ষুদিরাম' শব্দটির কখনও কখনও আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গার্থে। তো, এই আত্মঘাতী জাতি যদি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্রোল না করে তাহলে 'বাঙালি' পরিচয়টাই মিথ্যা হয়ে যায়!

তবু বলব—

অভিজিৎবাবু আপনি প্রকৃত অর্থেই সোনার বাংলার সোনার ছেলে। একদম কান দেবেন না এসবে। দুঃখও পাবেন না। বদ্ধরা একদিন 'শেয়াল পণ্ডিত' বলে আপনাকে খেপাত। আপনি সেদিন রাগেননি। আজও রাগবেন না।

বোঝেনই তো আমরা এমনই!

kingshukpratidin@gmail.com